পুষ্পপুঞ্জ।



শ্রীমতী ষোড়শীবালা দাসী

প্রণীত।

দেবপদ ভক্তি মনে,
পূজে ধনী বহুধনে,
সে দেবে কি দীনজনে,
বনফুলে পূজে না।

নন্দন কানন মাঝে,
পারিজাত পুষ্প সাজে,
তা বলে কি শিখী পুষ্প,
সে কাননে ফুটে না।

কলিকাতা।

৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরীদ্বারা
গ্রন্থকর্ত্রীর জন্য প্রকাশিত।

৪৮ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ভারবি যন্ত্রে শ্রীতারিণীচরণ দাস
দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯১।

বিজ্ঞাপন।

কোন কোন ব্যক্তি পুরুষের লিখিত পুস্তকে স্ত্রীলোকের নাম দিয়া তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। এ দেশের স্ত্রীজাতি এখনও ভাল লেখা পড়া জানেন না, সুতরাং তাঁহারা দয়ার পাত্রী। গ্রন্থে যদি গুণ না থাকে, তবে বড় একটা গালি খাইতে হইবে না,—এই তাঁহাদের আশা ভরসা। গ্রন্থকার হওয়া চাই, কিন্তু খোমটার ভিতর থাকিয়া। আমাদের স্নেহের পাত্রী এই বালা কবী পাছে সাধারণের সেই সন্দেহ চক্ষে পড়েন, তাই কয়েক জন বন্ধুর অনুরোধে আমি ইহাতে এই কয়েক ছত্র লিখিতে বাধিত হইলাম। ষোড়ষীবালা বালক নন, বঙ্গীয় যুবক নন—তিনি বঙ্গের রমণীকুলের অলঙ্কার। এই ফুলের তোড়া তিনি নিজে গাঁথিয়াছেন, ইহাতে পুরুষ মালীর হাত নাই। পুষ্প গুলিতে অনেক কাঁটা থাকিতে পারে, পাপ্ড়ীতে পাপ্ড়ীতে কীট থাকিতে পারে, কিন্তু যাঁহার হৃদয় আছে, একবার তিনি দেখিবেন, বালিকা মনের কোমলভাব কেমন সরল পথ দিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। এমন ভাসা ভাসা অকপট কোমলত্ব, সেই কোমলত্বে একটু আদর মাখান, বালিকার স্বভাব ভিন্ন কঠিন পুরুষে কখনও দেখা যায় না। অনেকগুলি কবিতা বেশ স্বপ্নের ছায়াময় সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়াছে।

কলিকাতা
২২শে জ্যৈষ্ঠ ১২৯১। } শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

পরম আরাধ্যতম

শ্রীযুত রামচরণ বসু পিতা ঠাকুর

মহাশয় শ্রীপাদপদ্মেষু।

দেব!

স্নেহের তনয়া বলে অর্পিলাম পদতলে
বাল্যখেলা মত কটি কবিতা প্রসূণে,
যত্নে ক্ষুদ্র গুচ্ছ গেঁথে ভোর হয়ে আমোদেতে
পূজিনু চরণ মাখি ভকতি চন্দনে।
প্রসন্ননয়নে তাত একবার দৃষ্টিপাত
করিবেন এই ক্ষুদ্র পুষ্পপুঞ্জ পানে।
তা'হলে হৃদয় মোর আনন্দে হইবে ভোর
সার্থক করিব বোধ এক্ষুদ্র জীবনে।
শ্রীচরণাভিলাষিণী সেবিকা প্রিয় নন্দিনী

ষোড়শীবালার
ভিক্ষা এই
শ্রীচরণে।

পুষ্পপুঞ্জ।

——ঃ০ঃ——

বিভুবন্দনা

——০——

১

কোথা হে করুণাময় জগত-ঈশ্বর !
তোমার মহিমা, প্রভু ! ব্যাপ্ত চরাচর
জগতের পিতা তুমি, করুণা-অর্ণব,
পৃথিবী-পালক,সর্ব্ব জীবের বল্লভ !

২

যে দিক যখন আমি নিরখি নয়নে,
তোমার মহিমা দেখি সকল ভুবনে।
যখন যে দ্রব্য দেখি কেবল তোমার
অনন্ত মহিমা-রাশি করিছে প্রচার।

৩

কোন্ রূপে কোন্ স্থানে তব অবস্থান,
কে পারে করিতে, নাথ ! তোমার সন্ধান ?
কোন্ দেবে আবির্ভাব, কিসে মুক্তি হয়,
কে পারে করিতে দেব ! তোমার নির্ণয় ?

৪

শুধু জানি দয়াময়, তুমি সর্ব্বময়,
জগতের পিতা তুমি সকলেতে কয়।
কি মহৎ কিবা নীচ সবার দেহেতে,
সমভাবে আছ তুমি সকল স্থানেতে।

৫

সকলি জগৎপতি তোমারি সৃজন,
জগতের পতি, তুমি জগৎ-জীবন।
তুমি অনাথের নাথ, পতিতপাবন,
দীনের আশ্রয় তুমি, অধমতারণ।

৬

অন্তর্যামী পিতা তুমি, কি বলিব আর,
হৃদয়ের ভাব সব জানিছ আমার।
দিবানিশি পাপ-পথে মন মম ধায়,
কি সাধ্য আমার নাথ! ফিরাই তাহায়।

৭

হে সচ্চিদানন্দ বিভো, মঙ্গল-আলয়,
হে দীনতারণ প্রভো, অনাথ-আশ্রয়।
দেবদেব মহাদেব পিতা পরাৎপর,
দয়া করি পদচ্ছায়া দেও হৃদিপর।

৮

সকলি হইতে পারে তোমার ইচ্ছায়,
সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি তুমি প্রদানো সবায়।
সকলের মন তুমি জান ভাল মতে,
তব কাছে কেবা পিতঃ পারে লুকাইতে?

৯

ওহে দেব জ্যোতির্ম্ময় জগৎ-ঈশ্বর,
তুমি যদি কর দয়া কন্যার উপর,
এ পাপ-হৃদয় হবে স্বর্গের সমান,
সুপবিত্র হবে দেহ,পূর্ণ হবে জ্ঞান।

১০

অজ্ঞান তনয়া পিতঃ আমি যে তোমার,
পাপের আধার মম এই দেহভার।
পতিতপাবন তুমি দয়ার নিধান,
কৃপা করি কৃপাময় কর পরিত্রাণ।

প্রভাতকালের প্রার্থনা।

বিভাবরী বিভাতিল, উষাদেবী আইল।
উষা হেরি লাজে মরি, শশী অস্তে যাইল॥
শশীসনে তারাগণে অদর্শন হইল।
মৃদু মৃদু প্রভাতের সমীরণ বহিল॥
বিহগ মধুর স্বরে বিভুগুণ গাইল।
নিজ নিজ বাস ত্যজি শূন্যপথে ধাইল॥
সুবর্ণ বরণে ধরা সুরঞ্জিত করিয়ে।
অই ভানু পূর্ব্বাকাশে দেখা দিল হাসিয়ে॥
সরোবরে মনোহর সরোজিনী ফুটিল।
রূপে তার সরোবর চারুশোভা ধরিল॥

কুমুদিনী ম্লান বেশে বিমুদিত হইল।
অলকা বদনে যেন কুলবালা টানিল ॥
মৃদুল হিল্লোলে খেলে সরোবর সলিলে।
হেলে দুলে পাতা লতা প্রভাতের অনিলে।
বায়ুভরে ঝর ঝর লতা পাতা কাঁপিছে।
যেন সেই দয়াময় শ্রীচরণে নমিছে ॥
আনন্দে পূরিত ধরা বালারুণ কিরণে।
ফুটিল কুসুম কত নানাবিধ বরণে ॥
সাজিয়ে প্রকৃতি সতী মনোহর বেশেতে।
অরুণ-আলোক পীত বাস পরি দেহেতে ॥
কুসুমের অলঙ্কারে চারু শোভা ধরিয়ে।
গম্ভীর প্রশান্ত ভাবে আঁখি যেন মুদিয়ে ॥
একমনে রতধ্যানে প্রফুল্লিত বদনে।
সঁপিতেছে আপনারে পরমেশ চরণে ॥
নিশার নীহার-বিন্দু তরুহতে ঝরিছে।
আঁখি-জলে তরু যেন বিভুপদ পূজিছে ॥
কোথা হে জগৎনাথ জগতেরি জনক।
দয়াময় জগদীশ সর্ব্বজন-পালক ॥
কোথা হে সচ্চিদানন্দ মঙ্গলেরি আলয়।
অনাথের নাথ বিভো, দীন জন-আশ্রয় ॥
প্রণমে পাপিনী সুতা ভক্তিনত জীবনে।
পাপ ক্ষমা করি নাথ! রেখ তব চরণে ॥
হে পিতা করুণাময় তব কার্য্য করিয়ে।
আজিকার দিন যেন সুখে যায় চলিয়ে ॥

শিশুর হাসি।

প্রাণের যাতনা কিছুই জানেনা,
সুখের দুখের নাহিক ভাবনা,
মনেতে নাহিক চিন্তার তাড়না,
সুখের জীবনে আপনার মনে,
হাসিতেছে শিশু আনন্দ ভরে।

অপূর্ব্ব সে হাসি সরলতাময়,
সে হাসির তুল্য নাহিক ধরায়।
স্বর্গীয় সে হাসি অতুল আভায়,
বদনে বিকাশি সুন্দর দেখায়,
অনুপম ভাব হাসির পরে।

ভুবন-মোহন অকলঙ্ক হাসি,
প্রতি পদে পদে যেন রাশি রাশি
উগারি উগারি অমৃত প্রকাশি,
স্বর্গীয় কিরণে সংসার বিভাসি,
জগত করেছে আনন্দময়।

হেরিলে সে হাসি মানবের মন,
হয় সে অতুল সুখেতে মগন,
সন্তাপী যে, হেরে জুড়ায় জীবন,
সংসার বিরাগী সন্ন্যাসীর মন,
হেরিলে সংসারে বাসনা হয়

যখন হৃদয় চিন্তায় মগনে,
প্রাণের যাতনা ভাবি এক মনে,
হয়েছে অধীর মরম-বেদনে,
কিছুতে সান্ত্বনা নাহি হয় মনে,
তখনো হেরিলে ও সুধা-হাসি,

চিন্তা পাপীয়সী পলায় অন্তরে,
মরমের জ্বালা, দুখ যায় দূরে,
শান্তির উদয় হয় যে অন্তরে,
প্রফুল্লতা আসে মনের ভিতরে,
অপূর্ব্ব আনন্দ-সাগরে ভাসি।

চিন্তা নিপীড়িত জনের মনেতে,
এক দণ্ডে কেবা পারে সুখ দিতে,
হেন মহৌষধি কি আছে জগতে,
মুহূর্ত্তেকে পারে জগত ভুলাতে,
বিনা হাসি-ভরা শিশু-বদনে।

ধনী কি নির্ধন, সাধু কি নির্দ্দয়,
শিশুকে হেরিলে সবার হৃদয়
স্নেহের সলিলে নিমগন হয়,
দুর্দ্দান্ত পিশাচ দস্যু নিরদয়,
তাহারাও দেখে স্নেহের মনে।

চুম্বক মণিতে লৌহেরে যেমন,
দূরে হতে দেখে করে আকর্ষণ,
সেইরূপ শিশু সুধা-সমন্বিত,
নারী কি নরের হৃদয়-নিহিত
অকৃত্রিম স্নেহ কাড়িয়া লয়।

পবিত্রতাময় শান্তির আগার,
ললিত লাবণ্য সারল্য-আধার,
সুখের আলয় পীয়ুষের খনি,
হয় হাসি-ভরা শিশু-মুখখানি,
কিছু এর সনে তুলনা নয়,

শিশু-আস্য-দেশে হাস্য মনোহর,
জুড়ায় যেমন তাপিত অন্তর,
কি আছে এমন ইহার মতন,
জুড়াতে তাপিত জনের জীবন,
কি আছে এমন এ বিশ্বময় ?

সরলতা-পটে পবিত্রতা রাখি,
স্বর্গীয় হাসিতে প্রফুল্লতা মাখি,
চাঁদের চাঁদনী মুখে মিশাইয়া,
নয়ন-জুড়ান ছবিটী আঁকিয়া,
রাখিলা বিধি শিশুরে ধরায় !

চারুপূর্ণ শরদেন্দু-বিনিন্দিত,
চারুমুখে আধদন্ত প্রকাশিত,
সুমধুর হাসি যবে খেলা করে,
ঝরে যেন তায় সুধা ঝর ঝরে,
বিভোর করিয়া মানব-মন।

সোহাগ-মাখান ননীর পুতুল,
দেখিলে হৃদয়ে ধরিতে ব্যাকুল

হইবে নিশ্চিত দর্শকের মন,
শিশু হেন হয় হৃদয়-রঞ্জন,
এমনি হৃদয়-জুড়ান ধন।

শিশুর মধুর হাসির উপরে,
কি যেন মাখান আছে স্তরে স্তরে,
সে রত্ন যেন এ পৃথিবীর নয়,
সব যেন তার স্বর্গীয়তাময়,
কিবা সুধা ধরে শরদ ইন্দু।

সে মধুর হাসি হেরেছে যে জন,
সে জানে কেমন হৃদয়-রঞ্জন,
সে হাসিতে যেন পরম পিতার,
করুণামাখান আছে অনিবার,
সে হাসি কেবলি সুখের সিন্ধু!

স্বচ্ছ সুবিমল সরসীর জলে,
সমীর সুধারে খেলায় হিল্লোলে,
তাহাতে যেমন প্রফুল্ল কমলে,
রূপের ছটায় সরসী উজ্বলে
ঢল ঢল করি অমিয় ঝরে।

তার চেয়ে শিশু হৃদ্-সর-জলে,
মৃদুল মধুর আনন্দ-অনিলে,
প্রফুল্ল তরঙ্গে হেলে দুলে খেলে,
সুধা-হাসি ধরে বদন-কমলে,
জগ-জন-মন মোহিত করে।

হাস হাস শিশু হৃদয় ভরিয়া,
অমৃতের ধারা অধরে ঢালিয়া,
স্বর্গীয় সুভাব বিস্তার করিয়া,
এসুখ বয়স যাবে রে চলিয়া,
হাস শিশু হাস খুলিয়া মন।
বহিয়া যাইবে একাল, রতন!
তাই বলি শিশু হাস সর্ব্বক্ষণ,
মোহিত কর এ জগ-জন-মন,
চারু মুখে হাস ও হাসি রতন,
যায় যায় বয়ে সুখ জীবন।

—o—

প্রাকৃতিক শিক্ষা।

দিবা অবসান প্রায় পশ্চিম গগনে।
অস্ত যান দিবাকর লোহিত বরণে॥
নাহিক তেমন আর পূর্ব্বের মতন।
হুতাশন মত সেই প্রখর কিরণ॥
সন্ধ্যা সমীরণ বয় মৃদু মৃদু তায়।
প্রকৃতির শোভা হেরি জীবন জুড়ায়॥
বিশুষ্ক নলিনী-বালা বিষণ্ণতাময়।
জগতের অনিত্যতা দেয় পরিচয়॥
কে বলিবে প্রভাতের ফুল্ল কমলিনী॥
অতুল মাধুর্য্যময়ী নয়ন-রঞ্জিনী॥
একি সেই মনোরমা নলিনী-সুন্দরী।
এ বিশুষ্ক বিষাদিনী যাহা এবে হেরি

অদূরে কুসুমোদ্যানে করিছে ভ্রমণ।
মনোরমা বালা দ্বয় প্রসন্ন বদন ॥
বালেন্দু সদৃশানন অতি মনোহর।
চুম্বিছে অলকাগুচ্ছ বদন উপর ॥
প্রত্যেক কুসুম প্রতি বিচলিত মনে।
দেখিতেছে মুগ্ধ হয়ে বিস্মিত নয়নে ॥
দুই বরষের পূর্ব্বে ছিল এই স্থান।
তরু লতা-তৃণ-শূন্য মরুর সমান ॥
অত্যল্প দিবস মধ্যে কেমনে এমন।
হইল এ চারুতর কুসুম কানন ॥
ভাবি তাই সবিস্মিত আশ্চর্য্য-নয়নে।
দেখিছে প্রত্যেক বিকশিত পুষ্প পানে ॥
এমন সময়ে বায়ু বহি ধীরে ধীরে।
স্বন্ স্বন্ রবে যেন বলিল গম্ভীরে ॥
বল বালা কি দেখিছ বিমুগ্ধ নয়নে।
কি দেখিছ একচিত্তে প্রতি পুষ্প পানে ॥
এই যে উদ্যান দেখ অতি মনোহর।
যাহা হেরি হইয়াছ মোহিত-অন্তর ॥
এই স্থান ছিল পূর্ব্বে জঞ্জাল-পূরিত।
ছিলনা এমন শোভা কুসুম-শোভিত ॥
বহু শ্রমে প্রাণপণে করেছে যতন।
তবে হইয়াছে হেন কুসুম-কানন ॥
এই যে কুসুমগুলি মধুরতাময়।
যত্নেতে কি ফল ফলে দেয় পরিচয় ॥

নিশ্চয় জানিও শিশু যতনের ফল,
যতনে নিশ্চিত হয় সাধিত সকল।
আরো এই চারুতর কুসুম-নিচয়,
ঈশ্বরের মহিমার দেয় পরিচয়।
প্রত্যেক কুসুম দেখ কেমন চিত্রিত,
সুন্দর শোভায় করে মন বিমোহিত।
হেন চারু শিল্পী যেই জগত-জীবন,
ছার সুখে মোহি তাঁরে ভুলনা কখন।

বহুকাল পরে সোদরা মিলনে উক্তি

১

এস সুহাসিনি,
প্রাণের ভগিনি
বহু কাল পরে
মিলন হলো।

২

সুচারু আনন,
করি দরশন,
আমার জীবন,
জুড়ায়ে গেল।

৩

কত মাস এল,
কত মাস গেল,
না দেখি তোমায়,
আমার মম।

জীবন-বিহীন,
সরসী যেমন,
আছিনু তেমতি,
হইয়া বো'ন।

৪

আজি তবানন,
করি দরশন,
বিষাদ-যাতনা,
যাইল দূরে।

৫

আনন্দ সলিল,
পুন পূর্ণ হলো,
আমার বিশুষ্ক,
হৃদয়-সরে।

৬

একই গর্ভেতে,
আছিনু উভেতে,
ভূমিষ্ঠ হইয়া,
একই স্থানে

৭

অশন শয়ন,
ক্রীড়াদি ভ্রমণ,
করিছি শৈশবে,
হরষ-মনে।

৮

সে সুখ কালেতে,
হতনা মনেতে,
এভাবনা কভু,
তিলার্দ্ধ ক্ষণ।

৯

শৈশব পরেতে,
তোমার সহিতে,
বিচ্ছেদ হইবে,
আমার বো'ন।

১০

ভাবিতাম মনে,
আমরা দুজনে,
জীবন পর্য্যন্ত,
হরষ-মনে।

১১

শৈশব কৌমারে,
যৌবন কৈশোরে,
যাপিবরে দিন,
একই স্থানে।

১২

এমনি করিয়ে,
হাসিয়ে খেলিয়ে,
কাটাব সদাই,
আনন্দে দিন।

১৩

একত্রে এমনি,
দুইটি ভগিনী,
থাকিব হইয়া,
বিষাদ-হীন।

১৪

সে আশা ফুরাল,
সুখাশা ঘুচিল,
তোমাতে আমাতে,
বিচ্ছেদ হলো।

১৫

সুখের ভাবনা,
পূরণ হলোনা,
মন আশা বো'ন,
মনে মিশালো

১৬

কিশোর বয়সে,
গেলে দূর দেশে,
সুখের স্বপন,
ভাঙ্গিল মোর

১৭

তব সাথে বো'ন,
গেল মম মন,
বিষাদের ঘোরে,
হইনু ভোর।

১৮

সোদরা সোদর,
প্রাণের দোসর,
এক বৃন্তে কত,
কমল হাসে।

১৯

ভিতরে ভিতরে,
গাঁথা দৃঢ় করে—
ফুলটী টানিলে,
বোঁটাটী আসে।

২০

ভাই বো'ন মত,
স্বার্থ-বিরহিত,
হেন প্রেম আর,
কি আছে বল।

২১

জীবন মরণে,
স্নেহের বন্ধনে,
আছে দৃঢ়বাঁধা,
এ ধরাতল।

২২

ভাল বাসি যারে,
আনন্দে আদরে,
সম্ভাষি তাহারে,
বো'ন কি ভাই।

২৩

ভাই বোঁন হেন,
সোহাগ-মাখান,
প্রিয় সম্বোধন,
জগতে নাই।

২৪

এত গাঢ়তর,
জগত উপর,
ভাই বোঁন সম,
আত্মীয় নাই।

২৫

তোমার যাহারা
আপন, তাহারা
আমার আপন,
দেখিতে পাই।

২৬

শৈশব-সঙ্গিণী,
সুখেরি সুখিনী,
দুখেরি দুখিনী,
দোঁহে দোঁহারি

২৭

এমরতে বোঁন,
ইহার মতন,
স্বর্গীয় বন্ধন,
নাহিক হেরি।

দৃঢ়-স্নেহ ডোরে
বাঁধা পরস্পরে
কখন ছেঁড়েনা
এ স্নেহ-তার।
আশ্চর্য্য এমন,
দূরে গেলে বো'ন!
আরো হয় দৃঢ়
বন্ধন ভার।
যদিও ভগিনি
অন্তরেতে তুমি,
অন্তরে অন্তরে
করিতে বাস।
আঁখির কাছেতে
হাসিতে হাসিতে
সদা দেখিতাম
হতে প্রকাশ।
সেই যে ভগিনী
হৃদয় তোষিণী
শৈশব সঙ্গিনী
সদা পূর্ব্বেতে।
অমিয় বদনে,
অমিয় বচনে,
দিদি সম্বোধনে
মোরে ডাকিতে।

সেই স্বরধ্বনি
বীণা সম শুনি
করে প্রতিধ্বনি
সদা শ্রবণে ।
বিষাদিত চিত
মোহিত করিত;
বীণা যন্ত্রমত
বাজিত প্রাণে ।
চারিদিক পানে
চকিত নয়নে
দৃষ্টি করিতাম
বিস্মিত হয়ে ।
কোন দিকে তোরে
পুন নাহি হেরে
কাঁদিতাম শোক-
দগ্ধ হৃদয়ে ।
মুদিলে নয়ন,
হেরিতাম বোন !
কিন্তু তোরে মন-
মন্দির মাঝে ।
মোহিনী মূরতি
সরল আকৃতি
পবিত্রতা ধীর
সুন্দর সাজে ।

মুরতি সরল
বিকচ কমল
সম ঢল ঢল
সুষমা ধরে।
স্নেহানিল পেয়ে
হেলিয়ে দুলিয়ে
বেড়াত ভাসিয়ে
হৃদয় সরে।
কখন ভগিনি
নিদ্রা কুহকিনী
ভুলাত আমায়
ছলনা করি।
দেখিতাম, বোন!
মধুর স্বপন
তোমার মিলন
কত সুখেরি।
একত্রে দুজনে
যেখানে যেখানে
করেছি ভ্রমণ
হরষ মনে।
গিয়া সেখানেতে
আকুল মনেতে
কাঁদিয়াছি কত
কাতর প্রাণে।

কুসুম কাননে
রোপিনু যেখানে
গোলাপ পাদপ
দোহে সুখেতে।
না হতে মুকুল
না ফুটিতে ফুল,
গেলে তুমি বোন!
দূর দেশেতে।
সে গাছে যবেলো
কুসুম ফুটিল
নিরখি সে শোভা
কত যে খেদে।
যত তাহা হেরি
পড়ে অশ্রুবারি
ফুকারি ফুকারি
কাঁদি বিষাদে।
জীবন মোহন
নয়ন রঞ্জন
বিকচ শোভিত
কুসুমগণে।
মম মনে হ'ত
হলাহল মত
ভাল না লাগিত
আমার মনে।

পূর্ণ শশধর
সুধা-সুখকর
বিতরিত কর
যে দিন বোন !
ভীম প্রজ্বলিত
হুতাশন মত
দ্বিগুণ জ্বলিত
আমার মন।
অই চারু হাসি,
অই মুখ-শশী
হৃদয় গগণে
উদয় হয়ে !
স্নেহ জ্যোছনায়
সুস্নিগ্ধ আভায়
উজল করিত
মম হৃদয়ে।
কত যে যাতনা
বিষম বেদনা
সদাই পশিত
আমার মনে।
এই যে ভবন
শশ্মান মতন
জ্ঞান হত বোন !
মম নয়নে।

বিষের সমান
হ'ত সব জ্ঞান,
আকুল পরাণ
দিন কি রাতে।
তোমারে স্মরণ
করি সুহৃ বোন!
একটুকু সুখ
হ'ত মনেতে।
নয়ন আসার
সদা অনিবার
ঝরেছে আবার
সরব ক্ষণ।
একত্রে সদাই,
থাকিয়াছি ভাই!
কেমনে তাহার
ভুলিবে মন।
তোমার বিহনে
যে যাতনা মনে
দিবস রজনী
পেয়েছি আমি
না আসে ভাষায়
বলা নাহি যায়
জানেন কেবল
অন্তর যামী

হৃদয় তোষিণী
সন্তাপ হারিণী
এস আদরিণি!
প্রাণের বোন!
চারু মুখে হেসে
এস। কাছে এসে
জুড়াও আমার
তাপিত মন।
মধুর হাসিনী
মধুর ভাষিণী
এস সুহাসিনি
মধুর ভাষে।
সেই সুধা বোলে
ডাক দিদি বলে
যে মধুর ভাষা
তাপ বিনাশে।
লৌহের শিকলে
বল প্রকাশিলে
ছিঁড়িবার তরে
ছিঁড়িয়া যায়।
স্নেহের শিকল
করিলেও বল
তিল অর্দ্ধ খানি
টুটেনা তায়।

আজিকে বোনরে
আমার অন্তরে
কি সুখ উথলি
বেড়ায় খেলে ;
হলে দেখাবার
সে সুখ আমার ;
দেখাতাম দিদি !
হৃদয় খুলে।
প্রতি ধমনীতে
প্রত্যেক শিরাতে
আনন্দে শোণিত
বহিছে বলে।
হৃদয় আমার
আজি সুখাধার
নিশ্বাস প্রশ্বাস
আনন্দে চলে।
যে দিকে নয়ন
পড়িতেছে বোন !
আনন্দে মগন
সকলি আজ।
তব আগমনে
আমার নয়নে
সকলি ধরেছে
আনন্দ সাজ।

আজি দয়াময়
বিধির কৃপায়
সে সুখের দিন
পুন আসিল।
সুখের দিনেতে
তোমাতে আমাতে
আবার বোনরে
মিলন হলো।
অধিক কি আর
আছে বলিবার
প্রাণের ভগিনি
তোমার কাছে।
মরমের ব্যথা
অন্তরের কথা
তোমার নিকটে
প্রকাশ আছে।
যাক্, বোন! যাক্
সে কাহিনী। থাক্
হৃদয়ে হৃদয়—
ব্যথাটী মোর।
তুমি সুখে থেকো,
দিদি বলে ডেকো,
তাতেই সুখী লো
ভগিনী তোর।

বিরলে বালা।

কই না ত কথা,—কও না যে কথা, তাই।
নিস্পন্দ-নয়নে!—চিত্র কি তুমি?
পড়েছে কালিমা মুখে চিন্তায় ডুবিয়া;
চিকুর খুলিয়া চুম্বিছে ভুমি!
হাতটী গালেতে থুয়ি, মু-খানি নামায়ে,
এক এক বিন্দু অশ্রু ফেলিছ;
না হইলে চিত্র পট; অঞ্চল টানিয়া
কেন না চক্ষের ধারা মুচিছ?
এসেছি কখন কাছে,—দেখিতেছি কত;
তুমিত দেখ না ফিরায়ে আঁখি?
নিপুণ পটুয়া কেউ বিষাদ-ছায়ায়
চিত্রপট খানি রেখেছে আঁকি।

মধুর স্বরেতে, কাতর রবেতে, বিষাদিত চিতে কহিল বালা;
আমি অভাগিনী, বিরল-বাসিনী, বিধবা-নন্দিনী দুখের মালা।
দিতে পরিচয়, ফাটে এ হৃদয়, সুধু দুঃখময় এদেহ লতা;
তাই দুঃখী মনে, এসেছি বিজনে, বল জগজনে, একটি কথা।
অতি অভাগিনী, চির অনাথিনী, বিজনবাসিনী বিধবাগণে;
বলি এই বাণী, বিরলবাসিনী, লুকাল অমনি বিজনবনে।
অতুলনা শোভাময় মনোহর পৃথিবীতে,
যাহাতে করিছ বাস সুখ পুনঃ জীবনেতে।
হেন চারু ভূমণ্ডল
কেমনে দেখিলে বল?

কেমনে হইল এই দেহখানি চারুতর ?
কাহারি যতনে হলো এতদীর্ঘ কলেবর
একবার অন্তরেতে
বসি ভাব বিরলেতে,
যে সব সুন্দর দৃশ্য জুড়ায় নয়ন মন,
কাহার যতনে করিতেছ দরশন ?

এ সংসারে ভালবাসে সকলেই সকলেরে,
বাঁধা আছে এ জগত সুধু মায়া স্নেহডোরে ;
ভালবাসে স্নেহকরে,
পরস্পর পরস্পরে,
ভালবাসা প্রতিদান ভালবাসা সবে চায়।
আপনি বাসিয়া ভাল কেবা বল সুখী হয় ?
শত কুবচন বল
তবু কার অশ্রুজল,
ভিজাইবে ধরাতল তব দুখে বিষাদেতে ?
কাতরে স্মরিবে দেবে তব দুখ ঘুচাইতে ?

শৈশবেতে ছিলাম যে জড়ের মতনাকার
না ছিল ক্ষমতা কিছু হত পদ নাড়িবার।
সে সময় ব্যগ্রচিতে
কেবল সময় মতে,
অশন বসন দানে রেখেছেন এ জীবন ;
লালন পালন তরে হয়ে বিচলিত মন।
বিনা স্নেহময়ী মাতা
কে করে যতন এথা

যাঁহার যতনে এনে এই দীর্ঘ দেহখানি
আর কেহ নন তিনি মঙ্গলময়ী জননী।
কে আছে জননী মত স্নেহময়ী এসংসারে ;
জননীর মতন কে পারে স্নেহ করিবারে ?
কত কষ্টে সযতনে,
পালেন অপত্যগণে,
দশ মাস দশ দিন উদরে ধারণ করি
নিজের দেহের প্রতি মায়ামোহ পরিহরি,
আপনি প্রহরী থাকি
নয়নে নয়নে রাখি,
নিজ রক্ত স্তন দুগ্ধ পিয়ান যতনে কত,
হেন স্নেহবতী আর কে আছে জননী মত,
আন্তরিক স্নেহ হেন দয়া করে কোন জন
জননীর মতন কে আছে আত্ম পরিজন ?
এমন যতন করে
কে আর সোহাগ ভরে,
সন্তোষে রাখিতে সদা চেষ্টা করি প্রাণপণে,
আপনার সুখশান্তি ত্যজি সব ব্যগ্র মনে,
ক্ষুধা নিদ্রা ত্যাগ করে,
সন্তানের সুখ তরে,
দিবানিশি ব্যস্ত মনে মঙ্গল চিন্তেন কত,
এমন মঙ্গলময়ী কে আছে জননী মত ?
এমন সহৃদ্ আর কেবা আছে এ জগতে,
সর্ব্বদাই অনুকূল সুখ দুখে বিপদেতে ;

জননী মতন আর,
স্নেহ দয়া করিবার,
ক্ষমতা আছে বা কার কোন জনেই বা পারে,
তুলনা নাহিক যার মমতার এসংসারে!
অকৃত্রিম স্নেহময়ী
কে আছে জননী বই?
কে আর যতনে বল সর্ব্বদাই আদরয়
কাহার এমন আছে মিষ্টবাক্য শক্তিময়?
নিকটে আসিয়া যবে দাঁড়ান আনন্দময়ী,
হৃদয় আনন্দে পূরে সবিস্ময়ে চেয়ে রই।
কি অপূর্ব্ব ইষ্টরাশি
উপনীত হয় আসি,
কি জানি কেমন ভাবে আনন্দে বিভোর হই,
সকলি ভুলিয়া যাই স্নেহেরি জননী বই!
আপনারে যাই ভুলে,
প্রাণ ভরে মা মা বলে,
ডাকি হেন মিষ্ট কথা কে আনিল এ ধরায়?
এ কথা আপনি ফুটে কেহনা শিখায়ে দেয়।
গাল ভরা মা কথাটি কে আনিল কে শিখাল,
মরতে স্বর্গীয় সুধা কেবা সে ঢালিয়া দিল?
মা ভাষাটি সুধাময়
কেহনা শিখায়ে দেয়,
এ কথা আপনি উঠে হৃদয় ভিতর হতে,
শোক দুঃখ পীড়িতের জীবন জুড়ায়ে দিতে।

প্রাণ পূরি গাল ভরে,
ডাকি যবে জননীরে,
হৃদয় আমার যেন প্রমোদ পূরিত হয়,
সে সময়ে চতুর্দ্দিক দেখি যেন শান্তি সুধাময় ।
দারুণ রোগের জ্বালা সহে যবে এ জীবন,
দেবাবাস হতে প্রাণ অন্তর্হিত হয় যেন,
উৎকণ্ঠিত হয় মন
দেহ হয় জ্বালাতন।
মা কথা হৃদয় হতে বাহিরায় প্রাণভরে,
যাতনা জুড়ায়ে যেন যায় ক্ষণেকের তরে।
হৃদয়েতে ভয় পেলে,
অথবা যাতনা হলে,
একথা আপনি উঠে হৃদয়ভিতর হতে,
ভয় জ্বালা শোক দুঃখ সকলি অন্তরে দিতে

ভূতলে জননী স্নেহ স্বর্গের পবিত্র ফুল,
সুখে দুঃখে ঐ স্নেহটি সদাই যে অনুকূল।
যখন জীবন যাবে,
সে সময়ো বাহিরাবে
মা বাণী হৃদয় হতে ইহ জনমের মত,
ঐ কথাটিতে হবে শেষ শ্বাস বিনির্গত।
সুখ দিতে মানবেরে,
দয়াময় দয়াকরে
দিয়াছেন গাঢ় স্নেহ জননীর হৃদয়েতে,—
স্নেহময়ী মা জননী স্বর্গনিধি এমরতে।

সুখের বাল্যকাল।

সুখের শৈশবকাল স্মরিলে এখন,
বিস্ময়ে বিষাদে মম পুর্ণ হয় মন।
এবে সে ঘটনা হলে স্মৃতিতে উদয়
নিশীথের স্বপনের মত বোধ হয়।
যেমন হয়েছে হায় চিন্তাপাপে জরা,
এই মন ছিল সদা শান্তিসুখ ভরা।
যে নয়নে শোভে এবে নয়ন আমার,
এ নয়ন ছিল পূর্ব্বে আনন্দ আধার।
ফিরায়েছি যেই দিকে যখন নয়ন,
দেখিয়াছি সুধু সুখ পূরিত ভুবন।
কি অপূর্ব্ব হর্ষভরা ছিলরে হৃদয়,
সবি যেন সুখময় ছিল সে সময়
তখন যা ছিল হায় এখন ত তাই,
কেবল মনের মাঝে সরলতা নাই।
সেই পৃথ্বী সেই নভো সেই চরাচর,
সেই রবি সেই শশী নক্ষত্র নিকর,
সেই তরু সেই লতা সেই গ্রাম্য বন,
সেই চারু সবে পূর্ণ নির্ম্মল জীবন
সেই রূপ বিকসিত সুষমা ধরিণী,
শোভিতেছে সরোবরে প্রফুল্ল নলিনী ;
অই চারু সরোজের মালা পরি গলে,
থাকিতাম কত সুখে কত কুতুহলে।

গলে পরি বহুমূল্য চারুরত্নহার,
হয় কি তেমন সুখ অন্তরে কাহার?
তেমনি প্রভাতে পাই ভানুর কিরণ,
তেমনি প্রভাতে শুনি বিহগকুজন;
সে কুজন সহ বালকণ্ঠ মিশাইয়ে
গাইতাম কত গীত নাচিয়ে নাচিয়ে।
তেমনি রজনীকালে হয় চন্দ্রোদয়,
জ্যোছনা উজল সেই মত সুখময়,
সে শশি কিরণে যত মিলি সঙ্গীগণে,
কত খেলা খেলিতাম চেয়ে শশিপানে;
সেই বাল্য ক্রীড়াস্থল সুখের আলয়,
যাহা হেরি উথলিত আনন্দে হৃদয়,
পুত্তলিকা পুত্র নিয়ে মিছার সংসারে,
কত সুখে থাকিতাম সানন্দ অন্তরে,
ভাবিতাম সে সময় কি সুখসংসারে,
সংসারী লোকেরা কত সুখে বাস করে।
এবে দেখিলাম বটে কি সুখ সংসারে
কুটীলতা কপটতা পূরিত সুদূরে।
এই যে জলদে নভো আচ্ছন্ন করিছে,
এই ত জলদে হায় গম্ভীর ডাকিছে,
নাচিছে চপলা বালা আঁখি ঝলসিয়ে
পড়িছে বৃষ্টির ধারা তেমনি করিয়ে।
সে সময় আনন্দেতে বিভোর হইয়ে
নাচিতাম বৃষ্টিজলে সানন্দ হৃদয়ে।

সকলি তেমনি আছে, কিন্তু নাহি হায়,
তেমন পবিত্র হৃদি,—সরলতা তায়।
কেন রে জীবন আজি পাপের আধার!
কেন রে বিষাদে ঝরে নয়ন আমার!
সে কালের সহ এবে কিছুই না মিলে,
কেহ কি বলিবে এবে আমারে দেখিলে?—
এই কি রমণী সেই! ছিল যেই বালা
সর্ব্বদাই হাস্যময়ী সরলা চপলা?
হাসিত খেলিত সদা দিবস রজনী,
আপনার ভাবে ভোর থাকিত আপনি?
সুখ দুখ পাপ পূণ্য কোনই ভাবনা
তিলেকের তরে বলি কভু ভাবিতনা?
কালের নিয়মে হায় কিছুই থাকেনা,
বদনে জাগিছে এ বিষাদ ভাবনা।
প্রথম অবস্থা হায় মানব জীবনে,
কত শীঘ্র গত হয় প্রফুল্লিত মনে।
ক্রমে ক্রমে বাল্যকাল যত গত হয়,
হৃদাকাশে সুখ-শশী ক্রমে অস্ত যায়।
বিষাদ আঁধার ক'রে ঢাকে হৃদাকাশ,
বহে তাহে ভীমরূপে হতাশ বাতাস।
ক্রমে ক্রমে এ প্রলয়ে দুঃখের জীবন,
কাল জল প্লাবনেতে হয় নিমগন।

মানবের মন।

কি দিয়া রচিত হলো মানবের মনরে
খুঁজে না পেলাম কত করিনু যতন রে !
কখন যে বোধ হয়, পূর্ণিমার চন্দ্রোদয়,
অবনী আলোকময় রমণীয় আকারে।
বিমল পূর্ণিমা নিশি, গগনেতে পূর্ণশশী,
বিতরে কিরণ জাল সুস্নিগ্ধতা মাখা রে !
পুন দেখি আরবার, ঘেরি ঘোর অন্ধকার,
অমাবস্যে পূর্ণ নভো মেঘ জাল ঢাকা রে !
ঘোর অন্ধকারচয়, ঢাকে দিক সমুদয়,
আর না বিতরে বিধু রশ্মি সুধা-মাখারে।
ঘন গরজয়ে ঘন, ভীষণ বজ্র পতন,
যেন ভূমণ্ডল সদা করে টলমল রে।
ক্ষুন্ন চিত্তে অবিরল, ঘন বর্ষে আঁখি জল,
পাথার করিয়া দেয় অবনী মণ্ডলরে।
কভু দেখি নিরমল, স্বচ্ছ সরসীর জল,
আনন্দ অনিল ভরে করে ঢল ঢল রে।
পেয়ে সে আনন্দানিলে, সুখঢেউ-বহে জলে,
হেলে দুলে যেন কত সন্তোষ কমল রে।
কি ভাবেতে পরক্ষণে, চিন্তারূপ প্রভঞ্জনে,
আসি তোলপাড় করে সরসীর চিতরে।
কোথা বা বিমল জল, কোথা সে হিল্লোল গেল,
বিকচ কমল দল করে উৎপাটিত রে।
না জানি মানব মন কি দিয়া রচিত রে !

কি দিয়া রচিত হলো মানবের মন রে,
খুঁজে না পেলাম কত করিনু যতন রে!
কালি দেখিয়াছি যায়, সুগুণে ভূষিত-কায়,
ধরণীর অগ্রগণ্য হইবে যেজন রে।
যাহার হৃদয়াকাশে, ধর্ম্মরূপ শশী হাসে,
দয়ারূপ জ্যোছনায় উজলে ভুবন রে।
দীন দরিদ্রের বন্ধু, সরলতা স্নেহ সিন্ধু,
সমভাবে সবাপরে বিতরে যতন রে।
ক্রূরতা শঠতা পাপ, হিংস্রা দ্বেষ ক্রোধ তাপ,
অধর্ম্ম কাহারে বলে স্বপনে যেজন রে,
জানিত না বুঝিত না, ছিল না দুষ্ট কামনা,
সুধু ধর্ম্ম বাসনাতে পূরিত জীবন রে।
আজি কেন দেখি তায়, ঘোরতর পাপময়,
কলঙ্ক রাশিতে দেহ করেছে পূরণ রে?
কোথা পবিত্রতাময়, মন তার সদাশয়,
কোথা তার অকলঙ্ক পবিত্র জীবন রে?
হয়েছে জীবন তার, ক্রূরতা শঠতাধার,
হিংসাদ্বেষ করিয়াছে দেহের ভূষণ রে?
হারায়েছে সেইজন, সুখময় শান্তিধন,
দেবের দুর্লভ নিধি ধরম রতন রে।
সুধা ভ্রমে অনিবার, ভখিছে গরলধার,
পাপহ্রদ মাঝে ভ্রমে দেয় বিসর্জ্জন রে।
দীন দুখী দেখি দ্বারে, খেদাইয়া দেয় দূরে,
হৃদয় আকাশ ঢাকিয়াছে পাপঘন রে।

দেখিলে ধার্ম্মিকবরে, উপহাস করি তারে,
থাকে লয়ে দিবানিশি দুরাচারগণ রে।
কোথাতার হৃদিময়, বিরাজিত গুণচয়,
আজি কি না তার মনে ভরা পাপ রাশিরে।
পাপপথে মন তার, ভ্রমিতেছে অনিবার,
ঢেকেছে হৃদয় তার প্রবঞ্চনা মসিরে।
অগাধ সাগর বারি, তাহে যথা ক্ষুদ্র তরি,
অবিরল টলমল হেলে দুলে চলে রে।
সংসার সাগর নীরে, অনন্ত চিন্তার ভারে,
মানবের মনতরি অইরূপ দোলে রে।
কোন দিকে ধীর মন, কোথা করে বিচরণ,
কোথা যায় কি সে চায় কে করে গণন রে।
কি দিয়া রচিত হলো মানবের মন রে।
খুঁজে না পেলাম কত করিনু যতন রে।

নিশীতে পাপিয়া।

একাকী নীরবে বসি অলিন্দ উপরি,
সুষুপ্ত রজনী কালে, চন্দ্রের কিরণ জালে,
উজল হয়েছে যবে প্রকৃতি সুন্দরী,
সুখ দুখ হর্ষ হাসি, বিষাদ যাতনা রাশি,
ভাবি কিসে হয় তারা জীবন মাঝারি।
জগত সংসার কিবা, কুৎসিত বিকট শোভা,
পাপ পুণ্য ধর্ম্ম কিবা,—আমি কি—কাহারি ?

কত ভাবি কত কাঁদি কে করে বর্ণন ?
কভু উৎকণ্ঠিত মনে, স্বভাবের শোভাপানে,
ক্ষণেক বিভোর হয়ে ফিরাই নয়ন।
হাসে চাঁদ, হাসে ধরা, সকলি হাসিতে ভরা,
হাসে অই নিরমল সরসী-জীবন।
হরিত পত্রের কোলে, ফল ফুল হেসে দোলে,
হাসে অই মনোরম শ্যামতরুগণ।
মৃদুল বাতাস হাসে, হাসে লতাগণ।
লতার ললিত অঙ্গে, মুকুলেরা কত রঙ্গে,
হেলে দুলে হাসে কিবা নয়নরঞ্জন।
ললিত লতার কায়, পাইয়া মৃদুল বায়,
দুলে তাহে শোভে কিবা চন্দ্রিমা শোভন।
হাসে যদি চরাচর, তবে কেন এ অন্তর,
বিষাদেতে বিষাদিত হয় উচাটন ?
যেজন গড়েছে এই সুন্দর ভুবন,
এই চাঁদ মনোহর, এসুস্নিগ্ধ শশিকর,
এই যে তারকামালা হীরক মতন,
এই যে বিকচফুল, এহসিত লতাকুল,
এই হাসি-পূর্ণ শ্যাম মহীরুহগণ,
ইহাদের যেই জন, করেছেন বিতরণ,
এহাসি, আমিত তাঁরি হাতের গঠন ;
কেন না হাসিব তবে ইহারা হাসিলে ?
কেন না এদের সনে, মিশাইব এ জীবনে,
কেন না নাচিব আমি মৃদুল অনিলে ?

কিসের এ চিন্তা-রাশ, কিসের এ দুখশ্বাস,
মুছে ফেল নয়নরে এদুঃখ সলিলে।
ভাবি আমি কার তরে, কেনই বা অশ্রুঝরে ?
হাসি বড় পায় মনে একথা ভাবিলে।

হাসরে হৃদয় আজি এই শোভাসনে।
কেন হেন দুঃখে রয়ে, বিষাদে নীরব হয়ে,
কারতরে থাকিস্‌রে বল ক্ষুব্দ মনে ?
জগত হাসিছে কিবা, হয়েছে মধুর শোভা,
সুধু আঁখি কাঁদিতেছে আকুল জীবনে।
হেনকালে এক পাখী, অদূর গগণে থাকি,
গাহিল সঙ্গীত সুধা ঢালিয়া ভুবনে।

ছড়াল অমৃতরাশি হৃদয় ভুলায়ে।
সুমধুর কণ্ঠস্বরে, জগত মোহিত করে,
গাহিল বিলাপগীত কেবল পাপিয়ে।
ললিত সরল গীত, শুনিয়া আমার চিত,
পড়িল তাহার সনে বিভোর হইয়ে।
ভুলিনু ভাবনা যত, হর্ষে মন বিমোহিত,
শুনিতে লাগিনু তাই মন এলাইয়ে।
দেখিনু কখন পাখী উৎকণ্ঠিত মনে,
কভু বসে তরুশিরে, কভু উড়ে নভোপরে,
ঢালে সুধু শোকগীত আকুল জীবনে।
কি মধুর সেই স্বর, সুধা যেন ঝর ঝর,
ঝরিতেছে তাহার সে সুমধুর গানে।

ভাবনা যাতনা যত, করি সব বিদূরিত,
সে মধুর গীত ধ্বনি পশিল শ্রবণে।
যখন নিঝুম রাতি ঘুমায় ভুবন,
চন্দ্রকরে ধরা হয়, উজ্জ্বল উৎসবময়
বহে তাহে মৃদু মৃদু স্নিগ্ধ সমীরণ,
একাকিনী সে সময়ে, চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে,
কল্পনার রথে চড়ি জীবন যখন,
সমন-আগারে গিয়ে, পাপী দশা নিরখিয়ে,
কাঁদে নিজ পাপ স্মরি বিষাদিত মন।
নানারূপ ভাবনায় হৃদয় সাগরে,
হতাশ বাতাস লাগি, দুঃখ ঊর্ম্মি উঠে জাগি,
ভেঙ্গে ফেলে আশা তট ভীষণ প্রহারে,
সুখময় শান্তি তরি, ঘোর আন্দোলন করি,
ডুবে যায় ভাবনার অকূল পাথারে।
সে সময়ে পাপিয়ার, কি মধুর গীতধার,
সে জানে কি সুধা আছে পাপীয়ার স্বরে।
উজল চন্দ্রিকা ভাতি পড়িয়া জগতে,
হাসিছে ধরণী সতী, তাই ভেবে ক্ষুণ্নমতি,
পাখীর নাহিক শান্তি ঘোর রজনীতে।
সবে নিদ্রা মগ্ন ভবে, এহৃদয়ে কিন্তু এবে,
জাগে পাপ অনুতাপ অশ্রু নয়নেতে।
পাপিয়াকি পাপিকায়, আমার মতন হায়,
তাই কাঁদে এবিজন নিদ্রিত নিশীথে।
নানা এ যে মহাভ্রম অন্তরে আমার।

ও গান যে সুধাময়, ওগান স্বর্গীয় হয়,
ও সুধাসংগীত সুধু পবিত্র আধার ;
ওগানের থরে থরে, সুধা সুধু বাস করে,
ওগান যে ব্যক্ত করে পরমপিতার।
অনন্ত মহিমারাশি, ওগানেতে পরকাশি,
ওগানে রয়েছে যেন পদছায়া তাঁর।
পাপীয়ারে ধন্য তোর সার্থক জীবন!
তাই এ নিশীথকালে, জগত ঘুমায়ে গেলে,
গাও তুমি হৃদি খুলে হয়ে সুখীমন।
সুধু সেই প্রাণাধার জগতের সে পিতার,
অনন্ত মহিমারাশি মধুর কেমন।
ধন্য ধন্য বিহঙ্গম, ধন্য তোর এ জনম,
পেয়েছিস তুই কি রে তার দরশন।
পাখীরে করিয়ে দয়া বলরে আমায়,
কোথা সে অনাথনাথ, কোথা সে আমার তাত,
কোথা সে সচ্চিদানন্দ প্রভু দয়াময় ?
কি করিলে কোন পথে, গেলে সে জগৎনাথে,
পাবরে দেখিতে কোথা দুঃখীর পিতায় ?
পাখীরে আমায় বল, মুছি তবে আঁখিজল,
লভি গিয়ে চিরশান্তি সে পদ ছায়ায়।

আশা।

অয়ি দেবি চারুশীলে জগত-মোহিনি !
তোমার প্রসাদে পৃথীবাসী প্রাণীগণ,
জীবন ধারণ করি শোভিছে অবনী,
অনন্ত মহিমা তব কে জানে কেমন।

ত্রিভুবন বদ্ধ দেবি তোমার মায়ায়,
নানারূপ মূর্ত্তি ধর সময় সময়।
কখন আনন্দে ভরে হৃদয় নাচাও,
কভু নয়নের জলে প্রাণীকে ভাসাও।

কখন মূরতি ধরি নয়ন রঞ্জিনী,
ভুলাও কাতর জীবে দিয়ে শক্তিদান।
ভাসাও আনন্দ নীরে জগত মোহিনি,
তব বলে সুখী হয় শোক-দগ্ধ প্রাণ।

কখন মূরতি ধরি ভীমা ভয়ঙ্করী,
প্রাণীরে ধরিয়া মগ্ন কর দুঃখনীরে।
ব্যাকুল জীবন হয়ে ফেলে অশ্রুবারি,
হাবুডুবু করে জীব বিষাদ সাগরে।

মোহময়ী আশা তুমি তখনি আবার,
জীবন তোষিণী মূর্ত্তি ধর মায়াবিনি।
দূরকর শোক জ্বালা যত অভাগার,
যাতনা দূরিত হলে পুন হাসে প্রাণী।

কখন সন্তোষময় ধর্ম্মের পথেতে,
লয়ে যাও প্রাণীগণে কখন আবার।
ছার নীচ ভয়ানক পাপের সিন্ধুতে,
হতভাগ্য কোন জীবে নিমগন কর।

পুত্রশোক দগ্ধপ্রাণ তাপেতে কাতরা,
অভাগিনী বিষাদিনী দুখিনী জননী,
দিবানিশি ঝরে যার নয়নের ধারা,
কি মন্ত্রে ভুলাও তার দুঃখ মায়াবিনি!

বিস্তর বৈভবশালী ধনাঢ্য মানব,
পুত্র পৌত্রগণে সুখে হইয়া বেষ্টিত,
ধনেশ্বর মত তার থাকিতে বিভব,
তুমি বিনা সেও সদা বিষাদিত চিত।

সন্তাপী জনের তুমি সন্তাপ হারিণী,
দুর্ব্বল জনেরে তুমি দাও মহাবল।
ভীত জন মনে তুমি সাহস দায়িনী,
কে পারে বুঝিতে দেবি তোমার কৌশল?

অপূর্ব্ব কৌশল তব জানে কোন জন?
ভোজবাজী মত দেখি তোমার ঘটনা।
বালিকার পুত্তলিকা খেলার মতন,
ক্রীড়াকর লয়ে তুমি যত প্রাণীজনা।

কি সময়ে কোন বেশে কোন রূপ ধরি,
কি মন্ত্রে ভুলাও জীবে কোন জনে বল ?
বুঝিতে না পারি দেবি ছলনা তোমারি,
কেবা বল জানে দেবি তোমার কৌশল ?

মোহময়ী দেবী তুমি আশা নাম ধর,
ভুলাও জগত সুধু একটি বচনে।
কত রূপ মূর্ত্তি ধরি জগতে বিহর,
তব দয়া বলে প্রাণী বাঁচে যে জীবনে।

কেন সে সময়ে মন কিভাবে বিভোর হয় ?

যখন উজলি ধরা বিতরি উজল কর,
পূরব গগনে হাসি উঠে দেব দিবাকর,
তরু লতা ফুল ফল　　রবি করে ঝলমল
হেলেদুলে ভজে যেন সেই দয়া-পারাবার।
যতেক কুসুম রাশি　　বিকশিত হল হাসি,
ফুটিল নলিনী বালা আলো করি সরোবর ;
ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দল　　করি অতি কোলাহল
বিভুগুণ গাহি সুধা ঢালিয়া অবনী পর,
ছাইয়া গগন পথ　　উড়ে যায় পাখী যত
উজল বিভায় নভ ছাইল জলদ-চয়,
কেন সে সময়ে মন কিভাবে বিভোর হয় ?

যখন দুপর বেলা ভীষণ মূরতি ধরে,
গগনের মাঝ খানে বসি দেব দিবাকরে,

অনলের সম খর ভীম ভয়ানক কর,
বিতরেন ধরা পরে যেন অতি রোষভরে ;
অনিল নাহিক বয় সকলি নীরব হয়,
ঘুমায় সকল জীব দুখ যত দূর করে,
বসিয়া তরুর শাখে একটি না পাখী ডাকে
ধরা যেন অচেতন দারুণ তপন করে,
যেদিকে ফিরাই আঁখি, অনলের সম দেখি,
নীরব নিঝুম সম ভীষণতা ভাবময়,
কেন সে সময়ে মন কিভাবে বিভোর হয় ?

যখন অনন্ত নীল জলধি বারিরপরি,
ডুবু ডুবু দিবাকর লোহিতবরণ ধরি,
লোহিত বরণে ধরা হেসে যেন হলকরা
হরিতে ভূষিত হয় যত তরু লতা গিরি ;
কেঁদে কেঁদে সরোজিনী লোহিত বরণ খানি
মৃদুল অনিল তারে দোলাইছে ধীরি ধীরি
ছাইয়া গগন-পথ দলে দলে পাখী কত
উড়ে যায় মধুমাখা বিভুগুণ গান করি,
দেখি সেই মনোলোভা ধরণীর চারু শোভা
দেখি সেই মনোরম লতাপাতা ফুলময়,
কেন সে সময় মন কিভাবে বিভোর হয় ?

যবে সখি সুবিমল পূরব গগন মাঝে,
সুশোভিত গোলাকার সুচারু আসন সাজে,

বিতরিয়া সুধারাশি সুবিমল চারু শশী,
হাসি হাসি মুখলয়ে কমনীয় ভাবে সাজে।
চারিদিকে তারাদল করে তথা ঝলমল
সভাসদ ঘিরি যেন রহে মহা মহারাজে।
মৃদুমৃদু বায়ু বয়ে বেলের সৌরভ লয়ে
মধুর সুবাস রাশি ছড়ায় জগত মাঝে;
সরোবরে সরোজিনী বিকশিত মুখখানি
দেখিয়া মধুর ধরা মনোরম শোভাময়,
কেন সে সময় মন কিভাবে বিভোর হয়?

যখন নিঝুম থির নীরব গভীরা রাতি
ঘুমায় ধরণী বালা কোমল ভাবেতে অতি
দুএকটি তরু লতা চুপে চুপে কয় কথা
হেলেদুলে চারু দেহ মৃদুল অনিলে মাতি।
সরোবরে সরোজিনী একদিকে বিষাদিনী
আর দিকে সুধাহাসি হাসে কুমুদিনী সতী;
শশীর কিরণে ধরা রজতের হলকরা
হাসিছে প্রকৃতি সতী বদনে জ্যোছনা ভাতি;
বসিয়া পাদপোপরে সুধা বিতরণ করে
পাপীয়া ছড়ায় গীত জগত অমৃতময়,
কেন সে সময় মন কিভাবে বিভোর হয়?

যবে শশী ডুবু ডুবু বিষাদেতে বিষাদিত,
উষার মুকুট আলো গগনেতে বিভাসিত,

হাসি হাসি উষাবতী সহাস বদনে সতী
আসেন করিতে যবে জগতকে জাগরিত,
অদূরে নলিনী দেখি মুদিলেন চারু আঁখি,
দেখিয়া নলিনী বালা সুখে হল বিকশিত।
বসি সহকার শাখে কোকিল মধুর ডাকে,
জানাতে জগত লোকে তপন হলো উদিত।
নিমগন একমনে বিভুপদ আরাধনে
হইয়ে প্রকৃতি বালা সরল ভাবেতে রয়।
কেন সে সময় মন কিভাবে বিভোর হয়?

যখন সাঁঝের বেলা নবীন নীরদ দল
ঢেকে ফেলে একেবারে অপার গগনতল;
অগণিত ধারাকারে পড়ে হুহুরব করে;
ঘোররব বায়ুসনে বারিধারা অবিরল।
ভেদি ঘোর ঘনঘটা বিকাশি রূপের ছটা
হাসে সতী সৌদামনী ধরাকরি ঝলমল।
কে যেন অবনী গায়ে হরিতবসন দিয়ে
সাজায়েছে ধরাদেহ বুটি তাহে তরু দল,
হরিত বসন মাঝে নীল বুটি যথা সাজে।
বায়ুসনে বারিকণা ছুটে কিবা শোভাময়,
কেন সে সময় মন বিভাবে বিভোর হয়?

কেন সে সময়ে আমি পড়িগো বিভোর মনে?
বাসনা হয় গো মন মিশাই তাদের সনে!
সাঁঝের কিরণ জালে নিঝুম নিশার কালে
মিশে যায় দেহমন চাঁদ রবি সমীরণে।

বেঁল চাঁপা সুসৌরভে পাপিয়া মধুর রবে
জীবন তরল হয়ে মিশাক্ সে গানে।
নবীন নীরদ দলে নবীন মেঘের জলে
দামিনীর সে উজল মধুর হাসির সনে,
উষার সরল ভাবে কোকিলের সুধারবে
হরিত বরণ মাখা লতা পাতা তরুগণে,
চাঁদের উজল করে ভানুকর খরতরে
মিশে যাক্ এ হৃদয় সরল বিভোর মনে।
জীবন তরল হোক সে শোভাতে মিশে রোক্
জীবন মিশায়ে যাক্ নিবিড় বিজন বনে।
বিকচ নলিনী বালা রূপে যথা করে আলো
সেই চারু নিরমল অতি, সরসীর সে জীবনে
সরোজিনী দেহ পরে এ দেহ বিরাজ করে
একটি পাপড়ি হয়ে সুললিত সে নলিনে।
তানয় কখনো নয় কেন মন ভোর হয়
কেন আমি বিমোহিত হই গো তাদের সনে?
চাঁদ রবি পাপিয়ায় লতা পাতা ফুলচয়
জ্যোছনা অনিল গায় সেই জগদীশ গানে,
অই সব সময়েতে জগত জননী মাতে
সেই দয়া পারাবার পরমেশ সে চরণে,
তাই সে সময়ে সই হরষে বিভোর হই
জগত আকাশে যেন দাঁড়াইয়া দয়াময়,
তাই সে সময়ে মন কিভাবে বিভোর হয়?

বাবুই বাসা।

ক্ষুদ্র পক্ষী মনোরম অতি চারুতর,
বেঁধেছে কেমন নীড় পাদপ উপর!
সুন্দর দ্বিতল সৌধ পারিপাট্য শোভা
নিম্নদিকে বাতায়ন মনোহর কিবা।
নিম্নেতে সুন্দর কক্ষ দৃঢ় করা তৃণে
প্রশস্ত একটি দ্বার রয়েছে গোপনে।
সুড়ঙ্গ মতন সেই দ্বারের গঠন,
যদি কভু বৃষ্টি ধারা হয় বরিষণ,
না পারে যাইতে সেই নীড়ের মাঝার,
মানব রচিত গৃহ তার কাছে ছার।
সামান্য পদার্থ সুধু গঠিত সুন্দর
ক্ষুদ্র পক্ষী বটে কিন্তু দেখ বুদ্ধি তার।
কেমনে এমন করি করেছে নির্ম্মাণ,
ভাবিলে হৃদয় হয় বিস্ময়ে অজ্ঞান।
সুধু দুট খড় কুট এই ছার দিয়ে,
কেমন সুন্দর দেখ রেখেছে করিয়ে।
এদের বুদ্ধির সঙ্গে করিলে তুলনা,
ছার জ্ঞান হয় শিল্পীদের বিবেচনা।
কত যতনেতে সদা হয়ে একমন
শিক্ষা করে শিল্পবিদ্যা শিল্পকারগণ।
এরা অতি ক্ষুদ্র পাখী ক্ষুদ্র বুদ্ধিখানি,
কেমনে এমন করে কিছুই না জানি!

উপরে প্রসব গৃহ অতি নিরমল,
তৃণের গালিচা কত সুদৃশ্য কোমল
সাজায়ে রেখেছে তাহে সযতনে অতি,
প্রসূতি জীবদ প্রিয় সন্তান সন্ততি।
দ্বার বটে নাই সেই প্রসব কক্ষেতে,
বহে কিন্তু মৃদু বায়ু মধু লহরীতে।
আছে তায় গুটি কত ছিদ্র চতুষ্কোণ
আনায় বেষ্টিত যেন চারু বাতায়ন।
অই দেখ বহিতেছে মৃদু সমীরণ,
দোলাইছে নীড় খানি করিয়ে যতন!
বুঝেছি বুঝেছি এই দোলন কারণ;
কাঁদিতেছে অই ক্ষুদ্র পক্ষী ছানাগণ।
জননী স্নেহের খনি আহার কারণে,
গিয়াছে খুঁজিতে দূর বিজন কাননে।
না হেরে নয়নে সেই ভালবাসা খনি
স্নেহময়ী প্রেমময়ী মধুর জননী,
কাঁদে তারা দুঃখী হয়ে ব্যাকুলিত মনে,
ঈশ্বর সহায় শুধু বিষাদে দুর্দ্দিনে!
বায়ু ভরে ধীরে ধীরে দোলান দোল্না
তাঁহার দয়ার কভু নাহি যে তুলনা।
ধন্য ধন্য জগন্নাথ মহিমা তোমার
বলিতে তোমার কীর্ত্তি সাধ্য আছে কার?
অদৃশ্য কীটাণু মনে কত বিবেচনা,
দিয়াছ হে কৃপানিধি কে করে বর্ণনা!

এই যে গগন পক্ষী অতি উচ্চতম
তালবৃক্ষে ক্ষুদ্র নীড় কিবা মনোরম!
ক্ষুদ্র তৃণ কুটীময় এই পক্ষী নীড়
তোমারি মহিমা গায় অনন্ত নিবিড়।
ক্ষুদ্র আমি অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ, তুচ্ছ হতে
কত না করুণা তবু কর এদেহেতে!
প্রতিপদ চালনেতে আমার জীবনে
করিতেছ অনুগ্রহ স্নেহ-পূর্ণ মনে।
তবু কেন দয়াময় ভুলি গো তোমায়,
তবু কেন তব পদে মন নাহি যায়?
দেও পিতা কৃতজ্ঞতা অন্তরে আমার,
পদতলে এই ভিক্ষা চাহি অনিবার।

——oo——

সাধের বাসনা।

বড় সাধ যায় মনে আসে সে সুখের কাল,
কাটাই এ বিষাদিত নিদারুণ দুখজাল।
আয় রে বালিকাকাল হাসি ভরা মধু মুখে,
তোর স্নিগ্ধ কোলে শুয়ে ভুলে যাই জ্বালা দুখে।
এই কুৎসা রাশি স্বার্থ আত্মশ্লাঘা দূর করে,
সরল অন্তরে হাসি একবার প্রাণ ভরে।
আত্ম পর ক্রোধ হিংসা দ্বেষ তেজ বিসর্জ্জিয়ে,
তেমনি সুখেতে থাকি আমোদে বিভোর হয়ে।
ছুটিয়া ছুটিয়া সদা ভ্রমিব সানন্দ মনে,
মিশাইব মন প্রাণ প্রকৃতির শোভা সনে।

একটুকু মেঘ যবে ছাইবে গগন পরে,
বরষিবে বৃষ্টি ধারা অবনি প্লাবিত করে।
বায়ু সনে বারিকণা কেমন ছুটিয়া চলে,
দেখিব সে শোভা রাশি সানন্দে হৃদয় খুলে।
কেমনে প্রকৃতি বালা স্নেহে প্রসূতির মত,
স্নানে তার পুত্র কন্যা তরু লতা দিবে যত।
আবার তরুণ সেই অরুণ কিরণ দিয়ে,
অঙ্গ মার্জ্জনীর সম দেয় বারি মুছাইয়ে।
যখন সে বারি ধারা পড়ে তরু লতা শিরে,
বায়ু আসে ধীরে ধীরে দুলায় উচ্ছ্বাস ভরে।
বায়ু পেয়ে বারিকণা দোলে কিবা ঝলমল,
ললিত বালার নাকে দুলে যেন মুক্তাফল।
দেখি বসে শোভা রাশি আমোদে হৃদয় খুলে,
বায়ুর লহরী সনে নাচিব রে কুতূহলে।
তরুণ অরুণ আলো করিব হরষে পান,
চাঁদের চাঁদিমা সনে গাহিব মহিমা গান।
তারা মালা গলে পরে কেমন রজনী সতী,
দেখিব সে শোভা রাশি হইয়া বিভোর মতি।
নবীন নধর সেই সুচারু পল্লব রাশি,
কেমনে জ্যোছনা সনে খেলা করে হাসি হাসি।
সুশ্যামল তৃণ দল পবিত্রতা-ভাবময়,
পড়িয়া তাহাতে কিবা উজল খদ্যোত চয়।
ঝক্‌মক করে তারা যেমন সে নীলনীরে,
ঢেউ গুলি খেলা করি তরুণ অরুণ করে।

সেই সব শোভা সনে মিশাবো জীবন মম,
দেখিব প্রকৃতি শোভা কি মধুর মনোরম।
আয় রে বালিকা-কাল তেমনি হরষ লয়ে,
মাতিরে তেমনি সুখে আমোদে বিভোর হয়ে।
তোর সরলতা মাখা পবিত্র হৃদয়ে শুয়ে,
ভুলিয়া সংসার জ্বালা দেখি সেই দয়াময়ে।
লতার পাতার সেই হরিত বরণ পরে,
জগত জীবনে দেখি অতুল আনন্দ ভরে!
শুধু মন ভোর হয় যে পিতৃ মহিমা গীতে,
শুদ্ধ প্রীতি হর্ষ রাশি পূর্ণ হক এ মনেতে।

কামিনী কুসুম।

কুসুম কানন মাঝে কামিনীর ফুল,
ফুটিয়া চৌদিক গন্ধে করেছে আকুল।
তাহাতে বহিয়া মৃদু মৃদু সমীরণ,
করিছে চৌদিকে আরো সৌরভ বহন।
থরে থরে শাখা গুলি শোভিছে সুন্দর,
কে যেন বেঁধেছে তোড়া করে মনোহর।
তার পরে শুভ্রবর্ণ কুসুমের থর,
পাঁচটি পাপড়ি গাথা কিবা মনোহর।
সবুজ পাতার মাঝে শ্বেতবর্ণ ফুল,
নীলনভো মাঝে যেন নক্ষত্রের কুল।
নীল দুর্ব্বাদল-ক্ষেত্রে মধুর যেমন
খদ্যোতের মেলা চারু নয়নরঞ্জন।

অথবা যেমন নীল জলপূর্ণ সরে,
কুমুদ কহলার শ্বেতপদ্ম শোভা করে।
ফুলের সদৃশ ছোট ছোট শাখাগুলি,
থরে থরে গাঁথা যেন চম্পকের কলি।
সংসার-কানন-মাঝে গৃহপাদ পেতে,
আদর্শ কামিনী ফুল ফুটিলে তাহাতে,
কেমন সুন্দর শোভা কিবা চারুতর,
অন্তরে বাহিরে তার শোভা মনোহর।
সে কামিনী কুসুমের প্রশংসা বাতাসে,
যশের সৌরভ লয়ে চারিদিকে ঘোষে।
দয়ালব্ধ ধর্ম্মনীতি সরলতা বলে,
পাঁচটি পাপড়ি তার শোভে দেহ ফুলে।
জীবনান্তে নাহি হয় প্রশংসা বিলয়
যশের সৌরভ নাহি কভু লুপ্ত হয়।
যশের সৌরভে যার পূরিত ভুবন,
অসার সংসারে তার সার্থক জীবন।
ধন্য পিতামাতা সেই উদ্যানাধিকারী,
কামিনী কুসুমরূপ তনয়া যাঁহারি!
পরমেশ কাছে করি এই নিবেদন,
প্রত্যেক সংসারে হক্ কামিনী এমন।

সোহাগ।

নাচ্‌রে আমার জীবনজীবন,
প্রাণের নলিনী ধন !
নাচরে আমার তনয়া-রতন
জুড়ায়ে তাপিত মন।

সুধামাখা স্বরে সুধা বরষিয়ে,
আধ বোল সুধারাশি ;
মধুর অধরে সুধা প্রকাশিয়ে,
হাসরে মধুর হাসি।

এমন অমূল্য জীবন জুড়ান,
এমন পৃথিবী মাঝে,
বিষাদ যাতনা সন্তাপ ভুলান
রতন আর কি আছে ?

সরলতা মাখা সুন্দর মুখানি,
ভুলান যাতনা জ্বালা।
ও চারু বদনে হাসরে বাছনি,
প্রাণের নলিনী বালা !

সংসারের দুখ কিছুই জাননা,
জাননা বিশাদ-রাশি।
সরল ওচিত্র মুখে অতুলনা
শুধু জান মধুহাসি।

নাচরে আমার ননীর পুতুল,
স্নেহের নলিনীধন!
নাচরে আমার চিত্তবিনোদিনি
জুড়ায়ে তাপিত মন।

অভিন্নহৃদয়া স্নেহের ভগিনি
শৈশবের সহচরী।
হেন স্নেহময়ী যে হৃদিতোষিণী
প্রাণাধিকা তুই তারি।

আমার জীবন জীবন জীবন
তাই এত ভাল বাসি।
তাই ভালবাসি তোরে প্রাণধন,
চারুমুখে সুধা হাসি।

তাই ভাল বাসি নিন্দিত নলিনি
ললিত সুধমাময়,
নিরখিতে তোর ওবদন খানি
আঁখি লালায়িত হয়।

পীয়ুষ হাসিনি পীয়ূষ ভাষিণি
করি পিয়ূষ আলাপ,
পীয়ূষ হাসিয়ে পিক নিনাদিনি
জুড়াও মনের তাপ।

কোমল অঙ্গুলী ধীরে ধীরে তুলি
সুধা করি বিতরণ,
মানব অজ্ঞাত সুধা স্বরবলি,
নাচরে জীবন ধন।

মধুর মধুর মধুর হাসিয়ে
অস্ফুট বচনে মাতঃ,
ভুলাইয়ে দেও আমার হৃদয়ে
আছে শোক তাপ যত।

এস আদরিণি অমিয়-আননি
হৃদয় তোষিণি বালা,
হৃদয়ে আসিয়ে হৃদয় মোহিনি
জুড়ায়ে হৃদয় জ্বালা।

এস প্রেমময়ি স্নেহের জননি
অমৃত মাখান বোল,
বলিয়া বদনে ইন্দু নিভাননি,
মিটাও মনের গোল।

নাচরে আমার প্রাণের নলিনি
স্নেহের নলিনী ধন,
নাচরে আমার সন্তাপহারিণি
জুড়িয়ে তাপিত মন।

মনের প্রতি।

ওরেরে অবোধ মন এখন কি তোর,
ভাঙ্গিল না ঘুচিল না সুখনিদ্রা ঘোর ?
সুখ সুখ করি তুই উন্মত্তের সম,
কাটালি এমন উচ্চ মানব জনম।
অনিত্য সুখের শুধু করি অন্বেষণ,
নিত্য সুখ ধর্ম্মরত্নে দিলি বিসর্জ্জন।
ভেবে তুই দেখ দেখি ছার সুখ তরে,
কি পাপ না করেছিলি সংসার ভিতরে।
অনিত্য সুখের তরে হয়ে ব্যগ্রমন,
নিত্য সুখ ধর্ম্মরত্নে দিলি বিসর্জ্জন।
ধিকরে জীবন তোরে ধিক শতবার,
সুধা ভ্রমে করিলিরে গরল আহার।
এখন পাপেতে মজি হলি অচেতন।
এখনও করিলি না চক্ষু উন্মীলন।
অজ্ঞান এখনো দেখ জ্ঞান চক্ষুমেলে,
কি সুখে আছিস তুই নিত্য সুখভুলে।
হায় হতভাগ্য ক্ষুদ্র ছার মূঢ়মতি,
কি করিলি বল দেখি সেদিনের গতি।
যেদিন ভীষণ দিন ত্যজি দেহাগার,
পলাইবে প্রাণপক্ষী ত্যজিয়ে সংসার।
এসব সম্পদ সুখ রহিবে কোথায়,
দিবানিশি যার জন্যে ব্যস্ত মন হায়।

শুভদিন সেইদিন সাধুর জীবনে,
অনন্ত সুখেতে সাধু রহিবে সেখানে।
যে ধর্ম্মের তরে সাধু সদা ব্যাগ্রমন,
দিবানিশি রবে সেই ধর্ম্মেতে মগন।
কিন্তু রে পাপীর শান্তি নাহিক কোথায়,
সকল স্থানেতে পাপী প্রায়শ্চিত্ত পায়।
এবে যেন মিথ্যা কথা প্রবঞ্চনা করে,
পুণ্যবান বলে খ্যাত আছিস সংসারে।
এ স্থানের বিচারক না পেলে প্রমাণ,
করিতে পারে না দণ্ড দোষীকে প্রদান।
তথায় বিচার কর্ত্তা অতি ন্যায়বান্,
দোষীর দোষের তিনি নাচান প্রমাণ।
রাজার উপর রাজা রাজ রাজেশ্বর,
পৃথিবীর বিচারক জগত ঈশ্বর।
অন্তর্যামী দণ্ড কর্ত্তা অতি ন্যায়বান্,
পাপী সমুচিত শাস্তি করেন প্রদান।
তাঁর কাছে গিয়া তুই কি করিবি বল,
কেমনে ভুলাবি বলি বচন কৌশল।
তাই বলি ওরে মূঢ় কি করিলি বল,
এ নহে সুখের স্থান পরীক্ষার স্থল।
সংসার মরুতে সুখ বারি অন্বেষিয়া,
পাপ মরীচিকাতে যে পড়িলি আসিয়া।
এখন করিবি বল কিসের উপায়,
বিনা ধর্ম্ম পথ প্রাণ যায় বুঝি হায়।

ধর্ম্ম রূপ হ্রদে শান্তি পূর্ণ পূত পয়,
এ আশা পিপাসা ওরে মিটিবে সেথায়।
এতদিনে যে পাপেতে থাকিয়ে মগন,
দিবস রজনী কাল করেছ যাপন।
সে সময় যদি তুই পতিত পাবনে,
আরাধনা করিতিস্ একান্ত জীবনে।
তাহলে অজ্ঞান তোর অসার জীবন,
পবিত্র অনন্ত সুখে হইত মগন।
এখন এখন তোরে বলি শতবার,
সুধা ভ্রমে বিষ পান করোনাক আর।
এখনো ত্যয়াগি ছার সুখের বাসনা,
নিত্য সুখ তরে সদা কররে কামনা।
এক মনে ভাব সেই নিত্য নিরঞ্জন,
পতিত পাবন যিনি জগত জীবন।
দয়ার আধার পিতা জগত শাসক,
জগতের নাথ যিনি পৃথিবী পালক।
যাহার নিয়মে হয় সকলি সাধন,
যাহার আজ্ঞায় বদ্ধ এই ত্রিভুবন।
এমন অবাধ্য দেব ঈশ্বর যেজন,
এক মনে তাঁর পদে লওরে স্মরণ।
হে পিতঃ করুণা সিন্ধু জগতের নাথ,
করুণা অপাঙ্গনেত্রে কর দৃষ্টিপাত।
হে দেব জগত নাথ অনাথ শরণ,
কৃপায় পাপীর কর পাপ বিমোচন।

ক্ষমা কর নাথ এই মিনতি চরণে,
পাপী বলে ঠেলনাক শ্রীপদ নলিনে।
আমি পাপী বড় নাথ মনে ভয় তাই,
লভে ও পবিত্র নাম মনে ভয় পাই।
তোমার পবিত্র নাম জীবন মোহন,
কেমনে এ পাপ মুখে করি উচ্চারণ।
কিন্তু পিতা হয় যদি তনয়া অধমা,
তবু তার পরে স্নেহ থাকে পূর্ব্ব সমা।
সে আশায় লইয়াছি শরণ চরণে,
পাপিনী সুতারে পদে রাখ কৃপা মনে।

——oo——

কুলীন বালা।

ব্রহ্মাণ্ড সুসুপ্ত ঘোর হয়ছে রজনী,
এমন সময় কাঁদে কে অই কামিনী।
পূর্ণিমা রজনী পূর্ণচন্দ্র দীপ্ত করে,
হাসিছে প্রকৃতি বালা চারু শোভা ধরে।
রজত মণ্ডিত যেন ধরা মনে হয়,
নিশব্দ নীরব নিশি জগত ঘুমায়।
এ হেন মধুর কালে বামা কণ্ঠ স্বরে,
বিলাপ ক্রন্দনে ধরা হৃদয় বিদরে।
শুনিয়া সে চারু স্বর সবারি জীবন,
হতাশ হইয়া যায় শশ্মান মতন।
শ্রোতস্বতী সোপানেতে একাকী বসিয়ে,
অতুলনা পা দুখানি দিয়াছে মিলায়ে।

আলু থালু কেশ রাশি চুম্বিছে ভূতল,
নয়নের জলে সিক্ত বদন কমল।
ছিন্ন ভিন্ন বেশ ভুষা উন্মাদিনী পারা,
আকাশের প্রান্তে যেন শোভে শুক তারা।
দেখিলে মানবী বলি মনে নাহি লয়,
কান্তি যেন দীপ্ত এক অপূর্ব্ব আভায়!
অনুপম রূপ রাশি তটিনী-তীরেতে,
কমলা শোভিছে যেন সরোজ পরেতে।
বিন্দু বিন্দু অশ্রুবারি শোভিছে কপোলে,
নীহারের বিন্দু যেন ঝরিছে কমলে।
জগত ঘুমায় যেন নীরব সময়ে,
কে বালা কাঁদিছে আহা ব্যাকুল হৃদয়ে।
ত্যজিয়ে লোকের বাস তরঙ্গিণী তীরে,
কে তুমি ললনে ভাস নয়নের নীরে।
এসময় নিদ্রাগত ধরণীর জন,
নর পশু কীট পক্ষী সবে অচেতন।
নিস্তব্ধ হয়েছে ধরা কে তুমি রমণী,
এসময় তটিনীর তটে একাকিনী।
যক্ষ রক্ষ বালা কিম্বা অপ্সরা কিন্নরী,
সুরবালা কিম্বা কোন নাগের কুমারী।
অভিশাপে পড়ি কিম্বা মনের দুখেতে,
স্বর্গ কি পাতাল ত্যজি এসেছ ধরাতে।
এহেন নীরবকাল ধরণী ঘুমায়,
কে তুমি কাহার বালা দেহ পরিচয়।

নেত্রজল সম্বরিয়া দুখিনী রমণী,
বলিল মধুর স্বরে ভাষা বিমোহিনী।
নহি যক্ষ রক্ষ বালা অপ্সরা কিন্নরী,
দেববালা কিম্বা কোন নাগের কুমারী।
বঙ্গদেশে হইয়াছে জনম আমার,
কুলীন কুমারী আমি দুঃখের আধার।
আমার জীবন শুধু বিষাদ আলয়,
পরিচয় দিতে ফাটে পাষাণ হৃদয়।
অতি অভাগিনী আমি কুলীন নন্দিনী,
তাই কাঁদি এসময় হেথা একাকিনী।
কি শুনিবে পরিচয় অভাগী বালার,
বলিলে কমিবে কিছু হৃদয়ের ভার।
কুলীন মহিলা আমি কুলীন উত্তম,
খ্যাতশ্রেষ্ঠ বংশোদ্ভব হন পিতা মম।
দুষ্ট দেশাচার দোষে জনক আমার,
ভাসালেন দুঃখিনী এ তনয়া তাঁহার।
নির্দ্দয় নির্ম্মম হৃদি জিনিয়ে পাষাণ,
বিবাহ উপজীবিকা কুলীন প্রধান।
বিবাহ করেছে সংখ্যাতীত নারীগণ,
হেন জনে করিলেন মোরে সমর্পণ।
জনক সোদর পতি সবে বিদ্যমান,
কেহ নাহি দেয় কিন্তু থাকিবার স্থান।
বৈভব থাকিতে তবু জননী আমার,
কাটান জীবন সহি যাতনা অপার।

দয়াবতী দেহস্থান তুমি দয়া করে,
অভাগিনী অনাথা এ কুলীন বালারে।
মম এ বিলাপ ধ্বনি ওহে সমীরণ,
ভারতে সর্ব্বত্র স্থানে করিও বহন।
দেখিলে স্বদেশহিত রত জনগণে,
লহরীর ছলে কাঁদি বল সে চরণে।
কুলীন বালার দুঃখ করগো মোচন,
অন্তিমে অনন্তসুখ পাবে সর্ব্বজন।
কি বলিছ কুলু কুলু রবে স্রোতস্বতী,
তব পদে জননী গো করি এমিনতি।
আরোহী তোমার বক্ষে সদা যায় আসে,
সবাকার কাছে মাগো কাঁদিয়া হতাশে।
মম এবিলাপ ধ্বনি বলগো জননি,
লহরীরা যেন তাহে দেয় প্রতিধ্বনি।
বলোমা কাতর স্বরে একটী বচন,
কুলীন বালার দুঃখ করগো মোচন।
কেহ যদি নাহি শুনে ভারত মাঝারে,
এদুঃখ বলিও মাতা যাইয়া সাগরে।
তিনি যেন উথলিয়া প্রশস্ত উদরে,
ভারত করেন গ্রাস অনুগ্রহ করে।
হে অনাদি অন্তহীন নভো মহাশয়,
অনন্ত অমনি দুঃখী আমার হৃদয়।
তারাদল বুকে তুমি শোভিছ যেমন,
দুঃখরূপ তারা মম পূরিত জীবন।

সুচারু চিত্রিত ওহে নীরদের দল,
ঈশ গুণ ব্যক্তকারী জলদ সকল।
ভীষণ গর্জ্জনে তুমি ভারতবাসীরে,
কুলীন বালার দুঃখ বল দয়া করে।
শত শত এইরূপে কত অভাগিনী,
আত্মঘাতে প্রাণত্যজে কুলীন নন্দিনী।
হে ঈশ্বর দয়াময় করুণা নিধান,
করুণা কটাক্ষপাতে কর পরিত্রাণ।
তব পদে এই ভিক্ষা চাহিছে পাপিনী,
সৃজনা ভারতে আর কুলীন কামিনী।
লও তবে শান্তি নীরে অই তরঙ্গিণী,
অন্তিমকালেতে তুমি সবার জননী।
বলিতে বলিতে বালা কাতর হৃদয়ে,
তটিনীর স্বচ্ছনীরে পড়িল ঝাঁপায়ে।
সরিৎ সলিলে পড়ি হিল্লোলে ভাসিয়ে,
পড়িল কুলীন বালা অদৃশ্য হইয়ে।
হায়রে নাহতে কাল বিজয়ার দিনে,
সুবর্ণ প্রতিমা গেল অতল জীবনে।
না উদিতে কাল রবি অদৃষ্ট গগনে,
নলিনী শুকাল মরি নবীন জীবনে।
হায় এই মত কত কুলীনের বালা,
আত্মঘাতী হইতেছে জুড়াইতে জ্বালা।
কুসুমেতে কীট যথা কণ্টক মৃণালে,
সুবর্ণ প্রতিমা হয়ে পড়িল সসিলে।

কত শত গুণবতী রমণী রতন,
কুলীন কামিনী হয়ে অসহ্য বেদন।
সহিতে না পারি হায় বিষাদে স্ববলে,
পড়িতেছে ইচ্ছা করে কালের কবলে।
বিনা দোষে কতবালা ত্যজিছে জীবন,
দেখগো ভারতবাসী মেলিয়া নয়ন।

বাসন্তী পঞ্চমী উৎসব।

এস প্রিয় ভগ্নিগণ আনন্দে সবাই মিলে,
বাসন্তী পঞ্চমী শুভোৎসব কর কুতূহলে।
দেখ বোন আজি যেন সকলি আনন্দময়,
আজিকার সমীরণ যেনগো আনন্দে বয়।
আজিকার নবোদিত তরুণ অরুণ যেন,
আনন্দ পূরিত কর করিতেছে বিতরণ।
সে আনন্দ কর পড়ি তরু লতা শিরোপরে,
মধুর উজলি তারা আনন্দ বিকাশ করে।
প্রস্ফুটিত কুসুমের সৌরভ আনন্দময়,
সে সৌরভে মত্ত হয়ে অনিল আনন্দে বয়।
তরু লতাগণ সেই আনন্দ অনিল ভরে,
হেলে দুলে দেখ তারা আনন্দ বিস্তার।
হাসিতেছে নিরমল সরসী সরিৎ জল,
আনন্দ অনিলে বহে আনন্দ তরঙ্গদল।
আনন্দ হিল্লোলে দেখ সরোজিনী নৃত্য করে,
হেসে হেসে হেলে দুলে আনন্দ প্রকাশ করে।

আনন্দে বিহঙ্গ দল করিছে আনন্দ গান,
আনন্দে গাহিছে তারা সুখে খুলি মন প্রাণ।
সকলি আনন্দময় বীণাপাণী আগমনে,
আমরা বা কেন রব নিস্তব্ধ নীরব মনে।
কবি মাতা বীণাপাণী ভবে এসেছেন আজ,
তাই এ আনন্দময় হয়েছে অবনী মাঝ।
সম্ভাষিতে সরস্বতী দেখলো বসন্ত রাজ,
সাজাইছে ধরা দেহ নানাবিধ করি সাজ।
নবীন নধর দেখ ললিত পল্লব দিয়ে,
সাজায়েছে তরুলতা ফুল সাজে সুশোভিয়ে।
গন্ধরাজ গন্ধরাজ মাধবী কুসুম রাণী,
লাজময়ী সূর্য্যমুখী শেফালিকা সরোজিনী!
নানাবিধ ফুল সাজ পরিয়ে প্রকৃতি বালা,
পূজে মাকে শোভা দেখে জুড়াও তাপীর জ্বালা।
শ্বেতাম্বর পরিধানা বীণা ধরি দুই করে,
দেখ বোন পদ্মপরে জননী বিরাজ করে।
উজ্জ্বল মূরতি খানি স্বর্গীয় প্রভায় ভরা,
জননীর আগমনে স্বর্গোপমা আজি ধরা।
সহাস্য প্রশান্তমুখে বসিয়া প্রসন্ন ভাবে,
স্নেহের দৃষ্টিতে যেন নিরখেন কন্যা সবে।
মা যেন মৃদুলভাবে মধুর হাসিনী হয়ে,
বিদ্যা দিতেছেন সবে গম্ভীর ভাবেতে রয়ে।
এস এস ভগিনিরা এক প্রাণে সবে মিলে।
সরোজিনী বিনিন্দিত বীণাপাণী পদতলে,

ভক্তি চন্দনেতে মাখি আমাদের মনফুল,
আনন্দে অঞ্জলি দিব এস বঙ্গ বামাকুল।
আয় বোন সবে মিলে গাহি এউৎসব গান,
সমীরণ বিহগেরা সকলে ধরগো তান।
গাওরে বিহঙ্গদল বাসন্তী পঞ্চমী গীত,
লহরীর ছলে বায়ু গাওরে হরষ চিত।
জীবের জীবন দেয় যেন তরু লতাগণে,
দোলাইয়ে ফুল ফল গাহে সুখে তব সনে।
ওহে স্বচ্ছ সরসীর মৃদুল হিল্লোলগণ,
পরস্পরে হেলে দুলে গাও হয়ে সুখীমন।
হাস হাস বিকশিত প্রফুল্ল কুসুম রাশ,
বিণাপাণী আগমনে পূরাও মনের আশ।
বাজরে হৃদয় বীণা আজি এই শুভক্ষণে,
বাসন্তী পঞ্চমী গীত গাওরে হরষ মনে।
এস প্রিয় ভগিনিরা শৈশব কালের মত,
ভুলিয়া বিবাদ হিংসা দ্বেষ কুৎসা রাশি যত।
মিশাইয়ে মনে মনে একপ্রাণে সর্ব্বজনে,
উৎসব করিলো এস বাসন্তী পঞ্চমী দিনে।
হৃদয় বাঁশরী তান মিলাইয়ে একসনে,
পূজিব জননী পদে আনন্দ বিভোর মনে।
কবীশ্বরি বীণাপাণি বিদ্যাধাত্রি সরস্বতি,
বাগ্‌বাদিনি বোধদাত্রি ক্ষীরোদবাসিনি সতি।
ওমা শ্বেতশতদল নিবাসিনি শ্বেতাঙ্গিনি,
বাগদেবি বিষ্ণুবামা মনোরমা বিদ্যারাণি।

দেখ মা করুণাময়ি সুতাদের পানে চেয়ে,
আমরা অজ্ঞান অতি বুদ্ধিশূন্যা মূর্খ মেয়ে।
দয়াময়ি দয়া করি ভারত তনয়াগণে,
স্নেহময়ি বিদ্যাদাও করুণাভিষিক্ত মনে।
বৎসরেক আশা করি আছি মা আমরা সবে,
সে আশা জননি আজি পুরাইলে আসি ভবে।
দেখ মা অবনি আজি তব শুভ আগমনে,
আনন্দ সাগরে ভাসে আনন্দ প্লাবিত মনে।
তোমার চরণ হেরি হের গো মা সুনয়নে,
রহিয়াছে বঙ্গ বালা আনন্দ বিভোর মনে।
বঙ্গের কামিনী ত হয় অতি নীচমতি,
অতি অজ্ঞ জ্ঞানহীনা বিদ্যাহিনা এ ভারতী।
রহিয়াছে খ্যাত যাহা বঙ্গবাসী ঘরে ঘরে,
মুছ গো মা এ কলঙ্ক তোমার স্নেহের নিরে।
সকল ভারত বালা হয় যেন বুদ্ধিমতী,
আবার তেমনি হোক সীতাখনা লীলাবতী।
তেমনি রমণী রত্ন যেন প্রতি ঘরে ঘরে,
বুদ্ধিমতী বিদ্যাবতী হইয়া বিরাজ করে।
আশীর্ব্বাদ কর মা গো যেন পুন এই বঙ্গে,
মিলে সব বঙ্গ বালা পুজে গো তোমায় রঙ্গে।

——oo——

ঝিঁ ঝিঁপোকা।

প্রখর মধ্যাহ্ন কালে তপনের তীক্ষ্ণ জালে
সন্তাপিত ধরণী যখন,
সকলি নিশব্দ হয় সমীরণ নাহি বয়
তৃণটির নহে সঞ্চালন।
সরসী সরিৎ জলে হিল্লোল নাহিক খেলে
তরঙ্গেরা যেন বহুক্ষণ,
দুলে দুলে খেলাইয়ে অতিশয় শ্রান্ত হয়ে
গাঢ় ঘুমে হয়েছে মগন।
কোলাহল পূর্ণ ধরা বিজন অরণ্য পারা
নীরব গম্ভীর হইয়াছে,
মানবের গোল স্থির পাখীর কুজন ধীর
পৃথ্বী যেন ঘুমায়ে পড়েছে।
কে তোমরা সে সময়ে শ্রান্তি দূর না করিয়ে
আনন্দেতে পাদপের পরে,
প্রফুল্ল অন্তর হয়ে আত্ম পরিজন লয়ে
গান গাও সুমধুর স্বরে?
তপনের তীক্ষ্ণ কর পরশেনা হয়ে খর
তোমাদের পবিত্র জীবনে,
এক প্রাণে এক তানে ঈশ্বরের গুণ গানে
মুগ্ধ হয়ে থাক সুখী মনে।
অথবা সায়হ্ন হলে দিবাকর অস্ত গেলে
মৃদু বায়ু বহে যে সময়,

সন্ধ্যার গগন মাঝে একে একে তারা সাজে
পৃথিবী শীতল যবে হয়।
সে কালেতে সুধা স্বরে ঝিঁঝিঁ সব রব করে
কেহ গান গাহ অনিবার,
অনুভব করি মনে ছিছি দেও নরগনে
নিরখিয়া পাপ কু-আচার।
অতি ক্ষুদ্র কীট হয়ে সদা সানন্দ হৃদয়ে
কাটাতেছ সুখেতে জীবন,
পাপ পথ পরিহরি ধর্ম্ম আচরণ করি
করিতেছে সংসার পালন।
যে টুকু সময় পাও বৃথা কাজে নাহি দাও
অলসতা বিসর্জ্জন করে,
শ্রান্তি নাহি দূর করে শিক্ষা দাও মানবেরে
হৃদি খুলে ঝিঁঝিঁ ঝিঁঝিঁ স্বরে।
তোমরাই ধন্য অতি তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি
ক্ষুদ্র কীট বলে লোকে কেন?
ক্ষুদ্র কীট নহ তুচ্ছ তোমারাই অতি উচ্চ
তোমাদেরি উন্নত জীবন।
কিবে সুধা পূতধাম বিভুর মধুর নাম
তোমরা কি জান তাহা বল?
তাহলে আনন্দ ভরে সেই নাম জপ করে
মুছি এই পাপ অশ্রুজল।
শিখাইব কি নরেরে জানি নর পাপ করে
মন নহে মত্ত যে পুণ্যেতে,

জানিয়া শুনিয়া হেন চরণ চলেনা যেন
সৎকার্য্যে পূণ্যের পথেতে।
প্রার্থী এবে বিভু কাছে তোমাদের মনে আছে
যাহা ধর্ম্ম ভাব সরলতা,
তারি কণা পরিমাণ করুন আমারে দান
শান্তি সুখ ধর্ম্ম পবিত্রতা।

গোলাপ।

হরিত পাতার কোলে গোলাপ কুসুম দোলে
দেখায় কুসুম রাণী নিজ রূপ মাধুরী,
কেমন বরণ ওর দেখিলে আমোদ ভোর
হয়ে যায় এ জীবন কিবা শোভা আমরি।
একটু জীবন লয়ে হরষে বিভোর হয়ে
কি শিখায় মানবেরে বল দেখি ভগিনি?
ও সরল রূপ রাশি হেলে দুলে হাসি হাসি
বলে মম মত হও ভারতের কামিনি।
একটি দিবস ভোর থাকিবে জীবন মোর
এতেই সৌরভ মম লয়ে বায়ু ছুটিবে,
দেশে দেশে এ সুবাস করিবেক পরকাশ
এ মধুর পরিমাণে জগতকে মাতাবে।
গুণের সৌরভ রাশি বামা হৃদে পরকাশি
সুযশ বায়ুতে লয়ে জগতেতে ছড়াবে।
হের বালা আঁখি মেলে থরে থরে দলে দলে
কি মধুর মনোরম মম দেহ সুষমা।

এক মনে হৃদি খুলে ডাক জগদীশ বলে
যে দিয়েছে এই রূপ গাও তাঁর মহিমা।

প্রভাতকালে সন্তাপীর সন্তাপ।

উদিল তপন গগন মাঝারে
কিরণে উজল করিয়া ধরা
প্রকৃতির কায় তপনের করে
হইল আনন্দে উজ্জ্বল করা।
প্রাত সমীরণ বহি ধীরে ধীরে
কাঁপয়ে সরসী সরিৎ জল,
খেলিল কল্লোল ঢলাঢলি করে
দুলিল লোহিত সরোজ দল।
হাসিছে পৃথিবী তপনের করে
হাসিছে অনিল সরসী জল,
হাসিতেছে অই নিরমল নীরে
বিকচ লোহিত কমল দল।
সবে হাসে আর আমি অভাগিনী
ফেলিতেছি শুধু নয়ন জল,
মম আঁখি জল দিবস রজনী,
ভিজায় কেবল ধরণী তল।
গিয়াছি ভুলিয়া হাসি যে কেমন
ভুলেছি কেমনে হাসিতে হয়,
কিরূপেতে হাসি শোভয় বদনে,
ভুলেছি কাহাকে হসিত কয়।

আনন্দ প্রফুল্ল প্রীতি যে কেমন
ভুলেছি কাহাকে আমোদ বলে,
শুধু মনে জাগে বিষাদ রোদন
ভাসিতেছে সদা নয়ন জলে,
এই যে তপন নয়নে আমার
উদিল গগনে প্রভাতকালে।
যুগ যুগান্তর যেন হয় মনে
এই ভানু রবে গগন ভালে।
কেন এত দীর্ঘ সুখের দিবস
ভাবিয়া হতেছে হৃদয়ক্ষীণ,
প্রত্যেক মুহূর্ত্ত দিবস সদৃশ
মাসের মতন প্রত্যেক দিন।
প্রতি পলে পলে গণিতেছি দিন
দুঃখের দিবস যায় না আর,
কতদিন আর এই বলহীন
বহিব নিস্তেজ জীবন ভার।
ভাবিয়া ভাবিয়া হৃদয় আমার
মনের অনলে হয়েছে ছাই,
স্তরে স্তরে পুড়ে হয়েছে অসার
জীবনেতে সার পদার্থ নাই।
শূন্য দেহ প্রাণ শূন্য দেহ মনে,
সব শূন্য শূন্য নয়নে হেরি,
শূন্য নহে শুধু দুঃখ এ জীবনে
শূন্য নহে শুধু নয়ন বারি।

যেতেছে দিবস আসিছে রজনী
আসিছে দিবস রজনী যায়,
ডুবিছে তপন আসে নিশামণি
পুন ভানু উঠে শশী লুকায়।
কিন্তু এহৃদয়ে আমার রজনী
উঠে না শশী হাসে না তারা,
প্রভাত হয় না বিষাদ যামিনী
অমানিশা প্রায় আঁধার পারা।
আঁধার আঁধার সকলি আঁধার
আঁধার নয়নে আঁধার ধরা,
আঁধার আঁধার সকলি আঁধার
শুধু এজীবনে আঁধার ভরা।
হায়রে আমার জীবন অসার
যায় যায় তবু কেননা যায়,
জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ না হয়
কেন না লাগিয়া দুখের বায়।
শীঘ্র যদি হ'ত দুঃখীর মরণ
তাহলে কিছুনা ভাবিতে হ'ত।
ক্ষীণ দুঃখময় কাতর জীবন
পলকের মাঝে জুড়ায়ে যেত।
ওহে দয়াময় হইয়া সদয়
ঘুচাও দারুণ এজ্বালা মোর,
দয়া করি এই দীন দুঃখময়
হৃদয়কে কর আনন্দে ভোর।

মৃত্যুর নির্ভয় কোমল কোলেতে
অনন্ত নিদ্রাটি যেনগো পাই,
আর যেন জ্বালা না পাই পদেতে
সকাতরে এই ভিক্ষা গো চাই।

—o—

বাল্যসখী।

শরতের দিবা হলো অবসান,
পশ্চিম আকাশে ডুবিছে ভানু।
লোহিত কিরণে বোধ হয় যেন,
সুবর্ণ মণ্ডিত ধরার তনু।

পশ্চিম আকাশে চলি দিবাকর,
ভাবিয়া আপন পূর্ব্বের কথা।
কোথা সে প্রচণ্ড তাপ খরতর,
ভাবিয়া হৃদয়ে পেয়েছে ব্যথা।

এই কি বিধির কঠোর লিখন,
কিছু চিরস্থায়ী জগতে নয়।
দেখি বিধি লেখা বিষাদে তপন,
হয়েছেন বুঝি লোহিত ময়।

মৃদু মৃদু বায়ু বহি ধীরে ধীরে,
দোলায় তরুর পল্লব ফল।
হেলে দুলে পাতা সান্ধ্যানিল ভরে।
জানায় ধরার অস্থায়ী বল।

দুলিছে লতিকা কুসুম কলিকা,
সকলি দুলিছে সায়াহ্ন ক্ষণে।
পেয়ে স্নিগ্ধকাল বালক বালিকা,
খেলিতেছে তারা প্রফুল্ল মনে!

নিরখি সায়াহ্ন মধুর সময়,
শৈশবের কথা আসিল মনে।
হৃদয় মাঝেতে হইল উদয়,
শৈশবের প্রিয় সঙ্গিনী জনে।

কোথা শৈশবের প্রিয় সহচরি,
এস একবার এ চারুকালে।
তেমনি সেজেছে প্রকৃতি সুন্দরী,
রবির লোহিত কিরণ জালে।

তেমনি মধুর বাতাস বহিছে,
কাঁপিছে লতিকা পল্লব ফল।
বাটীর সরসে তেমনি খেলিছে,
অনিলের সনে হিল্লোল দল।

সরসীর নীরে শীতল সমীরে,
চরিছে তেমনি মরালগণে।
তেমনি দুজনে মিলি একস্বরে,
ডাকি এস ভাই প্রফুল্ল মনে।

গ্রাম্য বালা ভাই আমরা দুজনে,
কতই আনন্দে যেপেছি দিন।
থাকিতাম সদা প্রফুল্লিত মনে,
দিবানিশি ছিনু বিষাদ হীন।

খেলা করিবার ক্ষুদ্রঘর খানি,
গ্রামের কানন লতার বন।
গ্রামের সরসী ক্ষুদ্র প্রবাহিনী,
মোহিত সদাই মোদের মন।

অই দেখ বোন দেখিতে দেখিতে,
হাসিয়া মধুর বিমল হাসি।
দীপ্ত করি ধরা স্নিগ্ধ কিরণেতে,
উঠিল গগণে শরৎ শশী।

আশে পাশে তার উঠিল ঘেরিয়া,
ঝিকি মিকি করি তারকাগণে।
এই নিশাকালে দুজনে মিলিয়া,
খেলিয়াছি কত সানন্দ মনে।

শৈশব সময়ে কখন স্বজনি,
থাকিতে না ভাই ছাড়িয়া মোরে।
আমিও তেমনি দিবস রজনী,
থাকিতাম নাহি ছাড়িয়া তোরে।

কি পাপে হায়রে বাল্যসহচরি,
পেতেছ এমন যাতনা রাশি।
সে চারু বদনে কতদিন মরি,
হেরেনি সরল মধুর হাসি।

দিবস রজনী হয়ে পাগলিনী,
কি ফল সরল বিলাপ করে।
দেখিলে ত অয়ি চির অনাথিনী,
কোন ফল নাই ধরা ভিতরে।

জগতের নাথ জগত জীবন,
দীনের আলয় অনাথ নাথ।
করুণা অর্ণব পতিত পাবন,
দরিদ্রে জনক পৃথিবী তাত।

জানাও যাতনা সে বিভু চরণে,
সে পিতৃহীনের পিতার পায়।
তিনি যদি চান স্নেহ দৃষ্টি দানে,
তোমার যাতনা ঘুচিয়া যায়।

জগতের পিতা জগত শাসক,
নিশ্চয় চাবেন সদয় মনে।
দেখিবেন পিতা পৃথিবী পালক,
দুঃখিনী বঙ্গীয় বিধবাগণে।

আমার প্রিয় বয়স্যার মৃত্যুর বর্ণনা।

জগতের একমাত্র সরলতাধার,
পবিত্র মুরতি সেই পুলক পূরিত।
ত্যাজে এ কপট হিংসা মাখান সংসার,
গিয়াছে অনন্তধাম দেবের বাঞ্ছিত।

যে দেখেছে একবার সে মূর্ত্তি সরল,
যে শুনেছে একবার সরল বচন।
ভুলিবে না কভু সেই থাকিতে জীবন,
সে প্রতিমা তারি হৃদে রহিবে উজ্জ্বল।

অথবা সে পূত চারু স্বভাব সুন্দর,
শোভা কি পায়গো কভু এপাপ মরতে?
অথবা নন্দন ত্যজি দেব মনোহর,
পারিজাত ফুটে কিগো আঁধার বনেতে?

নহে কিন্তু সে আমার বাল্য সহচরী,
দুই মাসে কিন্তু হেন স্নেহের বন্ধনে।
বেঁধে ছিল সে সরলা, এবে যদি স্মরি,
উষ্ণ অশ্রুধারা ঝরে কেবল নয়নে।

মনে পড়ে সদা সেই সরল আঁধার,
শুধু সরলতামাখা ছিল সে জীবনে।
বরফের মত শ্বেত পূত হৃদি তার,
একটি মসীর আঁক ছিলনা সে মনে।

ত্যজেছে জগত, বালা জনম মতন,
কিন্তু আমি হাসি মাখা সে চারু মূরতি।
ভুলিব না কভু এই থাকিতে জীবন,
স্বর্গীয় প্রতিমা খানি দেবী মূর্ত্তিমতী।

এক দিন স্বর্ণ চাঁপা তরুর তলায়,
মধ্যাহ্ন সময়ে যেই মোক্ষদা বলিয়া।
ডেকেছে অমনি বালা আনন্দ প্রভায়,
হাসিতে হাসিতে এল দিক উজলিয়া।

হাস্য মাখা আস্যখানি আলু থালু কেশে,
হাসিতে হাসিতে সে যে ত্বরিত গমনে।
আসিল আনন্দময়ী পাগলিনী বেশে,
এখন সে রূপ রাশি আসিছে স্মরণে।

নয়ন মুদিলে আমি সে মূরতি খানি,
এখন দেখিতে পাই সেই সরলতা।
তরুতলে বেদীপরে, হাসিয়া তেমনি,
সাদরে ধরিয়া কর কহিতেছে কথা।

সুন্দরী ছিল না কিন্তু কি যে মনোরমা,
লাবণ্য মাখান ছিল তাহার কান্তিতে।
সে ললিত লাবণ্যের না দেখি উপমা,
এই স্বার্থ দ্বেষ পূর্ণ কুটিল মরতে।

ভাগ্যবতী রাখি পতি পুত্র বর্ত্তমানে,
হাসিতে হাসিতে গেছে অমর নগরে।
যেমন থাকিত বালা আনন্দিত মনে,
তেমনি আনন্দে গেল বৈজয়ন্ত পুরে।

দেবী মূর্ত্তিমতী সেই সরলা রমণী,
সংসারের দুঃখ কি সে পারে সহিবারে।
সদা সে সরলচিত্ত পবিত্রা কামিনী,
থাকিবে অনন্ত সুখে অমর নগরে।

এক মুহূর্ত্তের তরে বদনে তাহার,
দেখিনি দেখেনি কেহ বিষাদ কালিমা।
আনন্দ আমোদে মগ্ন ছিল অনিবার,
হাস্যমুখী শুধু ছিল আনন্দ প্রতিমা।

বালিকার মত ছিল তাহার জীবন,
আসিলে অপরিচিত ভদ্রের রমণী।
মান করি করিত না ভদ্র সম্ভাষণ,
সাদরে বলিত শুধু অকপট বাণী।

হৃদয়ে উঠিলে কোন কপট ভাবনা,
হৃদয় খুলিয়া তাহা করিত বিকাশ।
অতি দ্রুতগতি ছিল বালিকা গমনা,
প্রতি পদে করিত সে আনন্দ প্রকাশ।

পশেনি জীবনে তার কুচিন্তা কখন,
আত্মশ্লাঘা হিংসা দ্বেষ স্বার্থ কপটতা।
শুধু ছিল পবিত্রতা উদার জীবন,
আনন্দ আমোদ রাশি মাখা সরলতা।

জানিত না শিল্পকার্য্য বচন চতুর,
ছিল নাকো বিদ্যাবতী কিম্বা বুদ্ধিমতী।
স্বভাবটী ছিল কিন্তু অতি সুমধুর,
আত্মপর জানিত না, নহে লজ্জাবতী।

কিন্তু তার একরূপ কার্য্য সমুদয়,
জানিত না জগতের কিছু রীতি নীতি।
সকলি তাহার যেন এধরার নয়,
অমানুষী বিদ্যা বলে ছিল বিদ্যাবতী।

যে গুণ আছিল তার হৃদয় ভিতরে,
শিখিতে সে গুণ পারে কিগো বিদুষিতে।
শিক্ষা যদি পায় লোকে সহস্র বৎসরে,
তবু সেই সরলতা না পারে শিখিতে।

দারুণ পীড়ার ভরে হয়ে অচেতন,
ছিল তার একমাত্র প্রাণের তনয়া।
তবু সেই হাস্য ভরা প্রফুল্ল বদন,
ছিল না একটু মাত্র বিষাদের ছায়া।

অমল কোমল শিশু প্রাণের তনয়,
ত্যজে ছিল ধরাধাম তবু সে সরলা।
বলিত সে সন্তানের জীবন বিলয়,
হইল কিরূপ করি, হেসে কেঁদে বালা।

বাষ্প ভারাকীর্ণ চক্ষে আধ আধ হেসে,
করিত সে নন্দনের রূপের বর্ণন।
যেখানে থাকুক প্রিয় সুত জানিত সে,
তাহার পুত্রের রবে অনন্ত জীবন।

অষ্টাদশ বর্ষ ছিল এই জগতেতে,
কিন্তু আমি অষ্টাদশ সহস্র বৎসর,
হলেও তাহার গুণ না পারি বলিতে,
এমনি তাহার ছিল গুণ মনোহর।

দুই বৎসরের রাখি প্রাণের কুমারী,
নবম দিনের শিশু প্রাণের নন্দন।
হাসি হাসি মুখ লয়ে সতী সুকুমারী,
ভাগ্যবতী গেছে চলি অমর ভবন।

ঈশ্বরের কাছে এবে করিএ প্রার্থনা,
অইরূপ যেন মম হাসিতে হাসিতে,
গত হয় এ জীবন, সরলা ললনা,
রয়েছে যেখানে সুখে তার নিকটেতে।

কার তরে কাঁদি।

কার তরে কাঁদি প্রাণের ভগিনি,
কার তরে কাঁদি হয়ে বিষাদিনী,
কার তরে কাঁদি হয়ে পাগলিনী,
কার তরে কাঁদি দিবস রজনী,
কার তরে কাঁদি জানি না।

কিসেরি বা তরে করিরে রোদন,
অশ্রুবরষয় কেন বা নয়ন,
কাহার তরেতে কাঁদি অনুক্ষণ,
এভবের খেলা জেনে কেন বোন,
করি অনর্থক ভাবনা।

এমহি মণ্ডল শুধু মায়াময়,
কিছুই এভবে চিরস্থায়ী নয়,
সকল পদার্থ ছায়াময় হয়,
মিছার জগতে সব মিছাময়,
জেনেও বোনরে জানি না।

দয়া স্নেহাধার জনক দেবতা,
স্নেহময়ী প্রেমময়ী দেবী মাতা,
প্রাণের অধিক ভ্রাতা ভগ্নিগণ,
প্রাণপ্রিয়তম নন্দিনী নন্দন,
প্রাণের সুখের বাসনা।

তিলেক না হেরি যাঁদের বদন,
আকুল হৃদয় হয় উচাটন,
ঝরে অবিরত নয়নের ধার,
অমঙ্গল ভয় করি অনিবার,
মনে হয় কত যাতনা।

এহেন তোমার প্রাণের রতন,
এহেন সর্ব্বস্ব জীবন জীবন,
ছাড়িয়া কোথায় করিবে গমন,
আর ভাবিবে না তাদের বেদন,
কোন ভাবনা রবেনা।

জনক জননী আর পরিজন,
স্নেহের আধার ভ্রাতা ভগ্নিগণ,
সকলি ত্যজিয়া করিতে গমন,
হইবে বোনরে জন্মের মতন,
সঙ্গেতেত কেহ যাবেনা।

আত্মীয় বর্গের স্নেহের বদন,
পাবে নাগো আর করিতে দর্শন,
অমৃত আধার স্নেহের বচন,
পাবেনাগো আর করিতে শ্রবণ,
কিছুই দেখিতে পাবে না।

এক পদ মাত্র করিতে গমন,
সঙ্গেতে রক্ষক দেয় পরিজন,
উত্তম বাছিয়া বসন ভূষণ,
সাজাইয়ে দেয় মনের মতন,
পাছে হয় কোন যাতনা।

সেদিনের কথা কররে স্মরণ,
কি লবে সম্বল বসন ভূষণ,
কি দিয়া সাজিবে মনের মতন,
সঙ্গেতে রক্ষক লবে কত জন,
যাহাতে রবেনা ভাবনা।

থাকিবে তোমার যত পরিজন,
বহুমূল্যবান্ রতন ভূষণ,
কাড়িয়া লইবে জন্মের মতন,
শোকাকুল মনে দিবে বিসর্জ্জন।
কিছুই সঙ্গেতে দিবে না।

ছিন্নবাস দিয়ে দিবেরে বিদায়,
একাকী যাইতে হইবে তোমায়,
ভয় ভীত ভাব যাইবে কোথায়,
দূরদেশে যেতে হবেরে তোমায়,
রক্ষক কেহ ত হবে না।

যে দেহ সদাই রাখ পরিষ্কার,
আগুনে পুড়িবে সে দেহ তোমার,
অবশিষ্ট কিছু রবেনা ইহার,
ভস্ম হয়ে যাবে অস্থিমাত্র সার,
কিছুই পদার্থ রবে না।

তবে কেন থাক গর্ব্বিতা জীবনে,
ব্যথা দাও সবে কর্কশ বচনে,
কেন সুখে মত্ত থাক দিবানিশি,
কেন মনে রাখ পাপ তাপ রাশি,
কেন দাও সবে যাতনা।

তবে কেন এত তেজ অভিমান,
এত দম্ভে সবে কর হেয় জ্ঞান,
কেন মিছা ক্রোধ মিছা অহঙ্কার,
কেন মিছা দেহ গর্ব্বের আঁধার,
কেন এত সুখ বাসনা।

ছাড়িতে হইবে এসুন্দর ভব,
একই মুহূর্তে হইবে নীরব,
একদিনে এবে ফুরাইবে সব,
যাবে ছার প্রাণ হইবে যে শব,
ঘৃণা করি কেহ ছুঁবেনা।

এজগতে শুধু কথামাত্র সার,
কিছুই পদার্থ নাহিরে ইহার,
এজগতে কিবা পশু পক্ষিগণ,
কিবা এই ছার মানব জীবন,
কিছুইরে স্থায়ী হবেনা।

ঐ যে শোভিছে মহীরুহগণ,
করি উচ্চ শির আছে অনুক্ষণ,
কালের গতিতে আসি প্রভঞ্জন,
উহাদের দেহ করিবে পাতন,
চিহ্নমাত্র বোন রবেনা।

অই যে বোনরে দেখ প্রবাহিণী,
করি অবিরত কুলু কুলু ধ্বনি,
শত উর্ম্মীমালা বক্ষে নাচাইয়া,
অসংখ্য তরণী হৃদয়ে ধরিয়া,
গরবেতে কিছু মানে না।

করি তোলপাড় কাঁপাইয়ে তীর,
আপন বিক্রমে হইয়া অধীর,
চলেছে গিরিজা সাগরের পানে,
আত্মদম্ভে ধায় কিছুই না মানে,
উহাও বোনরে রবেনা।

অই যে তরঙ্গ ধায় কোলাহলে,
কত মানবেরে গ্রাসে বেগবলে,
অই স্থান দিয়া পদব্রজে বোন,
কত নরগণ করিবে গমন,
নদী বলে বোধ হবেনা।

লুকাবে এ নীর অতল অপার,
বালুময় হবে এ দেহ উহার,
প্রচণ্ড প্রখর পেয়ে ভানুকর,
হবে বালুরাশি উত্তপ্ত প্রখর,
হেন স্নিগ্ধভাব রবেনা।

অইযে সম্মুখে রয়েছে নগর,
শ্রেণীবদ্ধ শোভে সৌধ মনোহর,
কারুকার্য্য করা চিত্রিত সুন্দর,
গিরিশৃঙ্গ মত স্পর্শিছে অম্বর,
উহাও বোনরে রবেনা।

যবে হয়েছিল সৌধের নির্ম্মাণ,
আসি শিল্পকর কত শত জন,
প্রাণপণে করি গড়েছে সুন্দর,
নয়ন রঞ্জন অতি মনোহর,
ধরায় না হয় তুলনা।

উহাও হইবে শ্মশান মতন,
কোথা যাবে শোভা নয়ন মোহন!
ওসব সুষমা কালের গতিতে,
হবে মরু মত মিশাবে মাটীতে,
কিছুমাত্র চিনা যাবেনা।

তবে কার তরে দিবস রজনী,
কাঁদি প্রিয় বোন হয়ে বিষাদিনী?
কাতর জীবনে হয়ে পাগলিনী,
তবে কেন কাঁদি প্রাণের ভগিনি,
কার তরে কাঁদি জানি না।

শান্তিময় যেই জগত জীবন,
যাঁহারে স্মরিলে শান্তি পাবে বো'ন,
সেই মহাদেব পতিত পাবন,
সে পিতারে বোন কররে স্মরণ,
কোনই যাতনা হবেনা।

কার তরে কাঁদি প্রাণের ভগিনি,
কার তরে কাঁদি হয়ে বিষাদিনী,
কার তরে কাঁদি হয়ে পাগলিনী,
পরম পিতারে স্মরিলে পাপিনী,
কোন ভাবনা রবেনা।

সন্ধ্যাকালের প্রার্থনা।

লোহিত বরণ পশ্চিম আকাশ,
অস্ত যান দিবাকর।
শীতল মারুত গন্ধ ছড়াইয়া,
জুড়াইছে কলেবর।
নদ নদী জলে ঢেউ গুলি উঠি,
খেলিয়া বেড়ায় কিবা!
ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘে রক্তিমা মাখান
রেঙ্গেছে নিদ্রালু দিবা।
কি ঘুমে ডুবিল —সে কি যোগ নিদ্রা?
বসিল কি বিভু ধ্যানে?
স্থির এ জগত গম্ভীর আকাশ,
নিশবদে স্থানে স্থানে,
দু-একটী করি ফুটিয়া তারকা,
চেয়ে আছে কার পানে?
এই যে বিচিত্র সন্ধ্যার সৌন্দর্য্য,
জুড়ায় নয়ন মন।
এই যে পবন বহি ধীরি ধীরি,
যাহে বাঁচে প্রাণীগণ।
কটাক্ষে তোমার চলিছে সংসার,
তুমি জগতের পিতা।
করুণা আধার দেব নিরাকার,
মঙ্গলময় বিধাতা।

প্রণিপাত করি, ত্রিভুবন তাত !
ওহে দেব জ্যোতির্ম্ময় !
যেন পাপ মন তোমার চরণ
তিলেক ভুলি না রয় ।
যেখানে যখন করি অবস্থান
সদা যেন ভক্তি মনে,
স্মরিয়া তোমায় জুড়াই হৃদয়
এই ভিক্ষা ওচরণে ।
আসিছে রজনী জগতে এখনি
হইবে আঁধার ঘোর ।
কিন্তু নাথ যেন তোমার চরণ
থাকে হৃদে গাঁথা মোর ।
দীনের আশ্রয় মঙ্গল আলয়
দয়াময় দয়া করে ।
পাপিনী কন্যায় পদে স্থান দেও
এই ভিক্ষা বারে বারে।

সম্পূর্ণ।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পঁওক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
জ্ঞাপন পৃষ্ঠা	শেষ পঙক্তি	ছয়াময়	ছায়াময়
২৬	১৯ পঙক্তির পর " জননী " এই হেডিং হইবে।		
২৭	৬	কাহার যতনে করিতেছ	কাহার যতনে বল করিতেছ।
২৮	১	যাহার	কাহার
ঐ	ঐ	এনে	এবে
ঐ	২৩	সহৃদ্	সুহৃদ্
২৯	১১	ইষ্টরাশি	হর্ষরাশি
৩০	৪	দেখি যেন শান্তি সুধাময়	দেখি শান্তি সুধাময়
ঐ	৬	দেবাবাস	দেহাবাস
৩১	৮	শোভে	ঝরে
ঐ	ঐ	আমার	আসার
৩৬	১১	ধীর	ধায়
৩৮	৯	আখি কাঁদিতেছে	আমি কাঁদিতেছি
৪৪	১২	হেসে	হেমে
৪৬	৩	নলিনী	কুমুদ
৪৭	২	মিশাক সেখানে	মিশাখ সুধা সেখানে
ঐ	১২	নিরমল অতি, সরসীর	নিরমল সরসীর
৫০	১৬	আররে	আয়রে
৫১	৬	লতা দিবে	লতাদিরে
৫৩	৫	গৃহ পাদ পেতে	গৃহ পাদপেতে
৫৯	১৯	অবাধ্য	আরাধ্য
৬১	১৪	তুনি	তুমি
৬৪	২৪	সসিলে	সলিলে
৬৫	১৯	আনন্দ বিস্তার	আনন্দ বিস্তার করে
৬৭	৭	দেয়	দেব

৬৮	১১	কামিনী ত হয়,	কামিনী মাতঃ হয়
ঐ	২০	পুজে	পূজে
৬৯	২২	সায়হ্ন	সায়াহ্ন
৭৮	৪	হেরেনি	হেরিনি
৮০	৭	ডেকেছে	ডেকেছি
৮৭	১৭	মুহূর্ত	মুহর্ত্তে
[illegible]	২০	কোন ভাবনা	কোনই ভাবনা